অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ ।
নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যাবসন্নূর্ধ্বরেতসঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সনক-আদ্যাঃ**—সনকাদি; **নারদঃ**—নারদ; **চ**—এবং; **ঋভুঃ**—ঋভু; **হংসঃ**—হংস; **অরুণিঃ**—অরুণি; **যতিঃ**—যতি; **ন**—না; **এতে**—এই সমস্ত; **গৃহান্**—গৃহে; **ব্রহ্ম-সুতাঃ**—ব্রহ্মার পুত্রগণ; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আবসন্**—বাস করেছিলেন; **ঊর্ধ্ব-রেতসঃ**—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—সনকাদি চার কুমার, নারদ, ঋভু, হংস, অরুণি এবং যতি—ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্ররা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার জন্মের সময় থেকেই ব্রহ্মচর্যের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষেরা, বিশেষ করে পুরুষেরা একেবারেই বিবাহ করেন না। তাঁরা তাঁদের বীর্য অধোমুখী হতে না দিয়ে, তা ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্কে উত্তোলন করেন। তাঁদের বলা হয় *ঊর্ধ্ব-রেতসঃ*, অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের বীর্য ঊর্ধ্বগামী করেন। বীর্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি কেউ যৌগিক পন্থার দ্বারা বীর্য মস্তিষ্কে উন্নীত করতে পারেন, তা হলে তিনি অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন—তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়, এবং তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হয়। তার ফলে যোগীরা নিষ্ঠা সহকারে কঠোর তপস্যা করতে পারেন এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন, এমন কি

তাঁরা চিৎ-জগতে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। এই প্রকার ব্রহ্মচারীর কয়েকজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি।

এই শ্লোকে আর একটি উল্লেখযোগ্য পদাংশ হচ্ছে *নৈতে গৃহান্ হি আবসন্*, 'তাঁরা গৃহে বাস করেননি।' *গৃহ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ঘর' এবং 'পত্নী'। প্রকৃতপক্ষে, 'গৃহ' মানে হচ্ছে পত্নী; 'গৃহ' মানে ঘর অথবা বাড়ি নয়। যিনি পত্নী সহ বাস করেন, তিনি গৃহে বাস করেন, অন্যথায় সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী ঘর অথবা বাড়িতে বাস করলেও গৃহে বাস করেন না। তাঁরা গৃহে থাকেন না বলতে বোঝায় যে, তাঁরা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেননি, এবং তাই তাঁদের বীর্য স্খলনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যখন গৃহ ও পত্নী থাকে, এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য থাকে, তখনই কেবল বীর্য স্খলন করতে হয়, তা না হলে বীর্য স্খলনের কোন নির্দেশ নেই। সৃষ্টির আদি থেকেই এই নিয়ম পালন করা হচ্ছে, এবং তাই এই প্রকার ব্রহ্মচারীরা কখনও সন্তান উৎপাদন করেননি। এই আখ্যান মনুর কন্যা প্রসূতি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার বংশধরদের বিষয়। প্রসূতির কন্যা ছিলেন দাক্ষায়ণী বা সতী, যাঁর সম্পর্কে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মৈত্রেয় এখন ব্রহ্মার পুত্রদের সন্তান-সন্ততির বিষয়ে বর্ণনা করছেন। ব্রহ্মার বহু পুত্রের মধ্যে সনকাদি চতুঃসন এবং নারদ বিবাহ করেননি, তাই তাঁদের বংশধরদের ইতিহাস বর্ণনার প্রশ্ন ওঠে না।

শ্লোক ২

মৃষাধর্মস্য ভার্যাসীদ্দম্ভং মায়াং চ শত্রুহন্ ।
অসূত মিথুনং তত্তু নির্ঋতির্জগৃহেঽপ্রজঃ ॥ ২ ॥

মৃষা—মৃষা; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **ভার্যা**—পত্নী; **আসীৎ**—ছিলেন; **দম্ভম্**—গর্ব; **মায়াম্**—প্রতারণা; **চ**—এবং; **শত্রু-হন্**—হে শত্রু-সংহারক; **অসূত**—উৎপন্ন করেছিলেন; **মিথুনম্**—যুগল; **তৎ**—তা; **তু**—কিন্তু; **নির্ঋতিঃ**—নির্ঋতি; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **অপ্রজঃ**—সন্তানহীন।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আর এক পুত্র হচ্ছেন অধর্ম, যাঁর পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। তাঁদের মিলনের ফলে দম্ভ এবং মায়া নামক দুটি আসুরিক পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়। নির্ঋতি নামক অসুর যার কোন সন্তান ছিল না, সে ঐ দুটি অসুরকে গ্রহণ করেছিল।

তাৎপর্য

এখানে জানা যায় যে, অধর্মও হচ্ছে ব্রহ্মার পুত্র, এবং সে তার ভগিনী মৃষা বা মিথ্যাকে বিবাহ করেছিল। সেটি হচ্ছে ভাই এবং বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্কের সূচনা। মানব-সমাজে যেখানে অধর্ম রয়েছে, সেখানেই এই প্রকার অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক সম্ভব। এখানে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কেবল সনক, সনাতন এবং নারদের মতো সাধু পুত্রই উৎপন্ন করেননি, তিনি নির্ঋতি, অধর্ম, দম্ভ, মৃষা প্রভৃতি আসুরিক সন্তানদেরও জন্ম দিয়েছিলেন। সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন। নারদ সম্বন্ধে জানা যায় যে, পূর্ব জীবনে তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ছিলেন এবং মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, তার ফলে তিনি নারদরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অন্য পুত্ররাও তাঁদের নিজেদের ক্ষমতা বা পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কর্মের নিয়ম জন্ম-জন্মান্তর ধরে চলতে থাকে, এবং যখন নতুন সৃষ্টি হয়, তখন জীবাত্মার সঙ্গে তার কর্মও ফিরে আসে। তাদের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, যদিও তাদের পিতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার ব্রহ্মা।

শ্লোক ৩

তয়োঃ সমভবল্লোভো নিকৃতিশ্চ মহামতে ।
তাভ্যাং ক্রোধশ্চ হিংসা চ যদ্দুরুক্তিঃ স্বসা কলিঃ ॥ ৩ ॥

তয়োঃ—সেই দুই জনের; **সমভবৎ**—জন্ম হয়েছিল; **লোভঃ**—লোভ; **নিকৃতিঃ**—শঠতা; **চ**—এবং; **মহা-মতে**—হে মহাত্মা; **তাভ্যাম্**—তাদের দুই জনের থেকে; **ক্রোধঃ**—ক্রোধ; **চ**—এবং; **হিংসা**—হিংসা; **চ**—এবং; **যৎ**—যাদের থেকে; **দুরুক্তিঃ**—দুরুক্তি; **স্বসা**—ভগিনী; **কলিঃ**—কলি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—হে মহাত্মা! দম্ভ ও মায়া থেকে লোভ এবং শঠতা জন্মায়। তাদের মিলনের ফলে ক্রোধ এবং হিংসার জন্ম হয়, এবং তাদের মিলনের ফলে কলি এবং তার ভগিনী দুরুক্তির জন্ম হয়।

শ্লোক ৪

দুরুক্তৌ কলিরাধত্ত ভয়ং মৃত্যুং চ সত্তম ।
তয়োশ্চ মিথুনং জজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা ॥ ৪ ॥

দুরুক্তৌ—দুরুক্তিতে; **কলিঃ**—কলি; **আধত্ত**—উৎপাদন করেছিল; **ভয়ম্**—ভয়; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **চ**—এবং; **সৎ-তম্**—হে উত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ; **তয়োঃ**—তাদের দুই জনের; **চ**—এবং; **মিথুনম্**—মিলনের ফলে; **জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **যাতনা**—যাতনা; **নিরয়ঃ**—নরক; **তথা**—ও।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কলি এবং দুরুক্তির মিলনের ফলে মৃত্যু এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হয়। মৃত্যু এবং ভীতির মিলনের ফলে যাতনা এবং নিরয় নামক সন্তানের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫

সংগ্রহেণ ময়াখ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ ।
ত্রিঃশ্রুত্বৈতৎপুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্ ॥ ৫ ॥

সংগ্রহেণ—সংক্ষেপে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আখ্যাতঃ**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **প্রতিসর্গঃ**—প্রলয়ের কারণ; **তব**—আপনার; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **ত্রিঃ**—তিনবার; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই বর্ণনা; **পুমান্**—যিনি; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **বিধুনোতি**—ধৌত হয়; **আত্মনঃ**—আত্মার; **মলম্**—মল।

অনুবাদ

হে বিদুর! আমি সংক্ষেপে প্রলয়ের কারণ বিশ্লেষণ করেছি। যে ব্যক্তি এই বর্ণনা তিনবার শ্রবণ করেন, তাঁর আত্মার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয় এবং তিনি পুণ্য অর্জন করেন।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিনাশ হয় অধর্মের ফলে। সেটি জড় সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিয়ম। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধ্বংসের কারণ হচ্ছে অধর্ম। অধর্ম এবং মৃষা থেকে ক্রমশ দম্ভ, মায়া, লোভ, নিকৃতি, ক্রোধ, হিংসা, কলি, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভীতি, যাতনা, এবং নিরয়ের জন্ম হয়। এই সমস্ত বংশধরদের ধ্বংসের প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হন এবং ধ্বংসের এই সমস্ত কারণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি সেইগুলির প্রতি ঘৃণা বোধ করবেন, এবং তার ফলে তিনি পবিত্র জীবনের প্রতি অগ্রসর হবেন।

পুণ্য হচ্ছে হৃদয় নির্মল করার পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করতে, তা হলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এখানেও সেই পন্থারই অনুমোদন করা হয়েছে। *মলম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কলুষ'। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্বংসের সমস্ত কারণকে ঘৃণা করা, যার শুরু হয় অধর্ম এবং প্রতারণা থেকে, তা হলে আমরা পুণ্যময় জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে পারব। তখন কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করা সহজ হবে, এবং বার বার বিনাশের বশবর্তী হতে হবে না। আমাদের বর্তমান জীবন জন্ম-মৃত্যুর চক্রসমন্বিত, কিন্তু আমরা যদি মুক্তির পথ অন্বেষণ করি, তা হলে এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত সংসার-চক্র থেকে আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারব।

শ্লোক ৬

অথাতঃ কীর্তয়ে বংশং পুণ্যকীর্তেঃ কুরূদ্বহ ।
স্বায়ম্ভুবস্যাপি মনোর্হরেরংশাংশজন্মনঃ ॥ ৬ ॥

অথ—এখন; **অতঃ**—তার পর; **কীর্তয়ে**—আমি বর্ণনা করব; **বংশম্**—বংশ; **পুণ্য-কীর্তেঃ**—কীর্তিময় কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **স্বায়ম্ভুবস্য**—স্বায়ম্ভুবের; **অপি**—ও; **মনোঃ**—মনুর; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অংশ**—অংশ; **অংশ**—অংশের; **জন্মনঃ**—জন্মগ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি এখন আপনার কাছে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করব, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের অংশের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক শক্তিশালী অংশ। ব্রহ্মা যদিও জীবতত্ত্ব, তিনি ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, এবং তাই তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে গণনা করা হয়। কখনও কখনও ব্রহ্মার কার্য সম্পাদন করার উপযুক্ত জীব যখন না থাকে, তখন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, এবং স্বায়ম্ভুব মনু হচ্ছেন ব্রহ্মার পুত্র। মহর্ষি মৈত্রেয় এখন মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করতে যাচ্ছেন, যাঁরা সকলেই তাঁদের পুণ্যকর্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই পবিত্র বংশধরদের কথা বর্ণনা করার পূর্বে,

মৈত্রেয় ঋষি ক্রোধ, মৃষা, দুরুক্তি, হিংসা, ভয়, এবং মৃত্যু আদি অধর্মের বংশধরদের কথা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন। অতএব তিনি জেনেশুনে তার পর ধ্রুব মহারাজের জীবন ইতিহাস বর্ণনা করছেন, যিনি ছিলেন এই বিশ্বের সব চাইতে পুণ্যবান রাজা।

শ্লোক ৭

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ শতরূপাপতেঃ সুতৌ ।
বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায়াং জগতঃ স্থিতৌ ॥ ৭ ॥

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত; **উত্তানপাদৌ**—উত্তানপাদ; **শতরূপা-পতেঃ**—মহারাণী শতরূপা এবং তাঁর পতি মনুর; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **বাসুদেবস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কলয়া**—অংশের দ্বারা; **রক্ষায়াম্**—রক্ষার জন্য; **জগতঃ**—জগতের; **স্থিতৌ**—পালনের জন্য।

অনুবাদ

স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁর পত্নী শতরূপার উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত নামক দুটি পুত্র ছিল। যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবান বাসুদেবের অংশের বংশধর, তাই তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে এবং প্রজাদের পালন ও রক্ষা করতে অত্যন্ত সমর্থ ছিলেন।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত, এই দুইজন রাজা ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে আদিষ্ট। তাঁরা অবশ্য মহান রাজা ঋষভদেবের মতো স্বয়ং ভগবান ছিলেন না।

শ্লোক ৮

জায়ে উত্তানপাদস্য সুনীতিঃ সুরুচিস্তয়োঃ ।
সুরুচিঃ প্রেয়সী পত্যুর্নেতরা যৎসুতো ধ্রুবঃ ॥ ৮ ॥

জায়ে—দুই পত্নীর; **উত্তানপাদস্য**—মহারাজ উত্তানপাদের; **সুনীতিঃ**—সুনীতি; **সুরুচিঃ**—সুরুচি; **তয়োঃ**—তাঁদের উভয়ের; **সুরুচিঃ**—সুরুচি; **প্রেয়সী**—অত্যন্ত প্রিয়; **পত্যুঃ**—পতির; **ন ইতরা**—অন্যজন নন; **যৎ**—যাঁর; **সুতঃ**—পুত্র; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের সুনীতি এবং সুরুচি নামক দুই পত্নী ছিলেন। সুরুচি ছিলেন মহারাজের অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু সুনীতি, যাঁর পুত্র ছিলেন ধ্রুব, তিনি রাজার ততটা প্রিয় ছিলেন না।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় রাজাদের পুণ্যকর্মের কথা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর প্রথম পুত্র এবং উত্তানপাদ ছিলেন দ্বিতীয়, কিন্তু মহর্ষি মৈত্রেয় প্রথমেই উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন, কারণ মৈত্রেয় পুণ্য কার্যকলাপের বর্ণনা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। ধ্রুব মহারাজের জীবনের ঘটনাবলী ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর পবিত্র কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়, কিভাবে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করা যায়। পুণ্যবান ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ শ্রবণের ফলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়, পরমেশ্বর ভগবানের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং অচিরেই ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। ধ্রুব মহারাজের তপস্যার দৃষ্টান্ত শ্রোতার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তিভাব উৎপন্ন করতে পারে।

শ্লোক ৯

একদা সুরুচেঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য লালয়ন্ ।
উত্তমং নারুরুক্ষন্তং ধ্রুবং রাজাভ্যনন্দত ॥ ৯ ॥

একদা—এক সময়; **সুরুচেঃ**—সুরুচির; **পুত্রম্**—পুত্র; **অঙ্কম্**—কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **লালয়ন্**—আদর করছিলেন; **উত্তমম্**—উত্তমকে; **ন**—করেননি; **আরুরুক্ষন্তম্**—উঠতে চেষ্টা করেছিলেন; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবকে; **রাজা**—রাজা; **অভ্যনন্দত**—স্বাগত।

অনুবাদ

এক সময় মহারাজ উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে তাঁর অঙ্কে স্থাপন করে আদর করছিলেন, সেই সময় ধ্রুব মহারাজও রাজার কোলে উঠবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁকে বিশেষ সমাদর করেননি।

শ্লোক ১০

তথা চিকীর্ষমাণং তং সপত্ন্যাস্তনয়ং ধ্রুবম্ ।
সুরুচিঃ শৃণ্বতো রাজ্ঞঃ সের্ষ্যমাহাতিগর্বিতা ॥ ১০ ॥

তথা—এইভাবে; **চিকীর্ষমাণম্**—শিশু ধ্রুব, যিনি কোলে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **স-পত্ন্যাঃ**—তাঁর সপত্নীর (সুনীতির); **তনয়ম্**—পুত্র; **ধ্রুবম্**—ধ্রুবকে; **সুরুচিঃ**—রানী সুরুচি; **শৃণ্বতঃ**—শুনে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **স-ঈর্ষ্যম্**—ঈর্ষা সহকারে; **আহ**—বলেছিলেন; **অতি-গর্বিতা**—অত্যন্ত গর্বিত হয়ে।

অনুবাদ

যখন শিশু ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার কোলে ওঠার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁর বিমাতা সুরুচি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে, অত্যন্ত গর্বিতভাবে রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

রাজা অবশ্য তাঁর দুই পুত্র উত্তম এবং ধ্রুব উভয়ের প্রতিই সমান স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি ধ্রুব এবং উত্তম উভয়কেই কোলে নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু রানী সুরুচির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে, তিনি অন্তরে চাইলেও ধ্রুব মহারাজকে স্বাগত জানাতে পারেননি। মহারাজ উত্তানপাদের মনোভাব সুরুচি বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি মহা গর্বভরে তাঁর প্রতি রাজার অনুরাগের কথা বলতে শুরু করেছিলেন। নারীদের স্বভাবই এই রকম। কোন স্ত্রী যখন বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁর পতির প্রিয়, তখন তিনি অন্যায়ভাবে সেই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতে চান। এই প্রবণতা স্বায়ম্ভুব মনুর অতি উন্নত পরিবারেও পরিলক্ষিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই প্রকার স্ত্রীস্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান।

শ্লোক ১১

ন বৎস নৃপতের্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢ়ুমর্হতি ।
ন গৃহীতো ময়া যত্ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **বৎস**—হে পুত্র; **নৃপতেঃ**—রাজার; **ধিষ্ণ্যম্**—আসন; **ভবান্**—তুমি নিজে; **আরোঢ়ুম্**—চড়তে হলে; **অর্হতি**—যোগ্য; **ন**—না; **গৃহীতঃ**—গৃহীত; **ময়া**—আমার

দ্বারা; **যৎ**—যেহেতু; **ত্বম্**—তুমি; **কুক্ষৌ**—গর্ভে; **অপি**—যদিও; **নৃপ-আত্মজঃ**—রাজার পুত্র।

অনুবাদ

রানী সুরুচি ধ্রুব মহারাজকে বললেন—হে বৎস! তুমি রাজসিংহাসনে অথবা রাজার কোলে বসার যোগ্য নও। নিঃসন্দেহে তুমি রাজার পুত্র, কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও।

তাৎপর্য

সুরুচি অত্যন্ত গর্বভরে ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, রাজার পুত্র হওয়াই রাজার কোলে অথবা রাজসিংহাসনে বসার যোগ্যতা নয়, সেই যোগ্যতা নির্ভর করে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার উপর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি পরোক্ষভাবে ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, তিনি রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেও অন্য রানীর গর্ভে তাঁর জন্ম হওয়ার ফলে, তিনি তাঁর বৈধ পুত্র ছিলেন না।

শ্লোক ১২

বালোঽসি বত নাত্মানমন্যস্ত্রীগর্ভসম্ভৃতম্ ।
নূনং বেদ ভবান্ যস্য দুর্লভেঽর্থে মনোরথঃ ॥ ১২ ॥

বালঃ—শিশু; **অসি**—হও; **বত**—সত্ত্বেও; **ন**—না; **আত্মানম্**—আমার; **অন্য**—অন্য; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **গর্ভ**—গর্ভ; **সম্ভৃতম্**—জাত; **নূনম্**—কিন্তু; **বেদ**—জানতে চেষ্টা কর; **ভবান্**—তুমি নিজে; **যস্য**—যার; **দুর্লভে**—অপ্রাপ্য; **অর্থে**—বিষয়ে; **মনঃ-রথঃ**—আকাঙ্ক্ষী।

অনুবাদ

হে বৎস! তুমি জান না যে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে, তুমি অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমার জেনে রাখা উচিত যে, তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। তুমি এমন একটি বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছ, যা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

তাৎপর্য

শিশু ধ্রুব মহারাজ স্বভাবতই তাঁর পিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাঁর জানা ছিল না যে, তাঁর দুই মাতার মধ্যে পার্থক্য ছিল। সুরুচি সেই পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁকে

জানিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি যেহেতু একজন অবোধ শিশু ছিলেন, তাই তিনি দুই রানীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেননি। এটি সুরুচির আর একটি গর্বোক্তি।

শ্লোক ১৩

তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে ।
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদীচ্ছসি নৃপাসনম্ ॥ ১৩ ॥

তপসা—তপস্যার দ্বারা; **আরাধ্য**—সন্তুষ্ট করে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **তস্য**—তাঁর দ্বারা; **এব**—কেবল; **অনুগ্রহেণ**—কৃপার দ্বারা; **মে**—আমার; **গর্ভে**—গর্ভে; **ত্বম্**—তুমি; **সাধয়**—স্থাপিত কর; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যদি**—যদি; **ইচ্ছসি**—তুমি ইচ্ছা কর; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসনে।

অনুবাদ

তুমি যদি রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তা হলে তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে, এবং তার পর তাঁর কৃপায় তোমাকে পরবর্তী জন্মে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

তাৎপর্য

সুরুচি ধ্রুব মহারাজের প্রতি এতই ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন যে, তিনি পরোক্ষভাবে তাঁকে তাঁর দেহ পরিবর্তন করতে বলেছিলেন। তাঁর মতে, প্রথমে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তার পর পরবর্তী জন্মে তাঁকে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে, তা হলে কেবল ধ্রুব মহারাজের পক্ষে তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহণ করা সম্ভব হবে।

শ্লোক ১৪

মৈত্রেয় উবাচ
মাতুঃ সপত্ন্যাঃ স দুরুক্তিবিদ্ধঃ
শ্বসন্ রুষা দণ্ডহতো যথাহিঃ ।
হিত্বা মিষন্তং পিতরং সন্নবাচং
জগাম মাতুঃ প্ররুদন্ সকাশম্ ॥ ১৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **স-পত্ন্যাঃ**—সতীনের; **সঃ**—তিনি; **দুরুক্তি**—কর্কশবাক্য; **বিদ্ধঃ**—বিদ্ধ হয়ে; **শ্বসন্**—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে; **রুষা**—ক্রোধে; **দণ্ড-হতঃ**—দণ্ডের দ্বারা আহত; **যথা**—যেমন; **অহিঃ**—সর্প; **হিত্বা**—ত্যাগ করে; **মিষন্তম্**—দেখে; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে; **সন্ন-বাচম্**—নিঃশব্দে; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **প্ররুদন্**—ক্রন্দন করতে করতে; **সকাশম্**—সন্নিধানে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে বিদুর! তাঁর বিমাতার কর্কশ বাক্যের দ্বারা আহত হয়ে, ধ্রুব মহারাজ দণ্ডাহত সর্পের মতো মহাক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পিতা কোন প্রতিবাদ না করে নীরব রয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তং নিঃশ্বসন্তং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং
সুনীতিরুৎসঙ্গ উদূহ্য বালম্ ।
নিশম্য তৎপৌরমুখান্নিতান্তং
সা বিব্যথে যদ্‌গদিতং সপত্ন্যা ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে; **নিঃশ্বসন্তম্**—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে; **স্ফুরিত**—কম্পিত; **অধর-ওষ্ঠম্**—ওষ্ঠাধর; **সুনীতিঃ**—সুনীতি; **উৎসঙ্গে**—তাঁর কোলে; **উদূহ্য**—উঠিয়ে নিয়ে; **বালম্**—তাঁর পুত্রকে; **নিশম্য**—শুনে; **তৎ-পৌর-মুখাৎ**—অন্তঃপুরের অন্যান্যদের মুখ থেকে; **নিতান্তম্**—সমস্ত বর্ণনা; **সা**—তিনি; **বিব্যথে**—অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন; **যৎ**—যা; **গদিতম্**—বলা হয়েছে; **স-পত্ন্যা**—তাঁর সতীনের দ্বারা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তখন ক্রোধে তাঁর অধরোষ্ঠ কম্পিত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সুনীতি তখনই তাঁকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছিলেন, এবং অন্তঃপুরবাসীরা তাঁর কাছে তখন সুরুচির সমস্ত দুরুক্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। তার ফলে সুনীতিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

সোৎসৃজ্য ধৈর্যং বিললাপ শোক-
দাবাগ্নিনা দাবলতেব বালা ।
বাক্যং সপত্ন্যাঃ স্মরতী সরোজ-
শ্রিয়া দৃশা বাষ্পকলামুবাহ ॥ ১৬ ॥

সা—তিনি; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **ধৈর্যম্**—ধৈর্য; **বিললাপ**—বিলাপ করেছিলেন; **শোক-দাব-অগ্নিনা**—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; **দাব-লতা ইব**—দগ্ধ পত্রের মতো; **বালা**—রমণী; **বাক্যম্**—কথা; **স-পত্ন্যাঃ**—তাঁর সতীনের দ্বারা উক্ত; **স্মরতী**—স্মরণ করে; **সরোজ-শ্রিয়া**—কমলের মতো সুন্দর মুখ; **দৃশা**—দেখে; **বাষ্প-কলাম্**—অশ্রুধারা; **উবাহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

এই ঘটনা সুনীতির কাছে অসহ্য হয়েছিল। তিনি দাবাগ্নির মধ্যে স্থিত লতিকার মতো শোকাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রোদন করেছিলেন। তাঁর সপত্নীর বাক্য যতই তাঁর স্মরণপথে উদিত হতে লাগল, ততই তাঁর কমলের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছিল, এবং তখন তিনি এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মানুষ যখন ব্যথিত হয়, তখন সে ঠিক দাবাগ্নিতে দগ্ধপত্রের মতো অনুভব করে। সুনীতির অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল। যদিও তাঁর মুখমণ্ডল ছিল পদ্মের মতো সুন্দর, তবুও তা তাঁর সতীনের দুরুক্তিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে শুষ্ক হয়েছিল।

শ্লোক ১৭

দীর্ঘং শ্বসন্তী বৃজিনস্য পার-
মপশ্যতী বালকমাহ বালা ।
মামঙ্গলং তাত পরেষু মংস্থা
ভুঙ্‌ক্তে জনো যৎপরদুঃখদস্তৎ ॥ ১৭ ॥

দীর্ঘম্—গভীর; **শ্বসন্তী**—নিঃশ্বাস; **বৃজিনস্য**—বিপদের; **পারম্**—সীমা; **অপশ্যতী**—না পেয়ে; **বালকম্**—তাঁর পুত্রকে; **আহ**—বলেছিলেন; **বালা**—স্ত্রী; **মা**—না হোক; **অমঙ্গলম্**—দুর্ভাগ্য; **তাত**—হে পুত্র; **পরেষু**—অন্যকে; **মংস্থাঃ**—কামনা;

ভুঙ্‌ক্তে—ভোগ করে; **জনঃ**—ব্যক্তি; **যৎ**—যা; **পর-দুঃখদঃ**—যা অন্যকে দুঃখ দেয়; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

তিনিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, এবং সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি নিরসনের কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—"হে বৎস! তুমি কখনও অন্যের অমঙ্গল কর না। কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয়, তখন সে নিজেই সেই কষ্ট ভোগ করে।"

শ্লোক ১৮

সত্যং সুরুচাভিহিতং ভবান্মে
যদ্ দুর্ভগায়া উদরে গৃহীতঃ ।
স্তন্যেন বৃদ্ধশ্চ বিলজ্জতে যাং
ভার্যেতি বা বোঢ়ুমিড়স্পতির্মাম্ ॥ ১৮ ॥

সত্যম্—সত্য; **সুরুচ্যা**—সুরুচির দ্বারা; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **ভবান্**—তোমাকে; **মে**—আমার; **যৎ**—যেহেতু; **দুর্ভগায়াঃ**—দুর্ভাগার; **উদরে**—গর্ভে; **গৃহীতঃ**—জন্মগ্রহণ করে; **স্তন্যেন**—স্তনের দুগ্ধের দ্বারা; **বৃদ্ধঃ চ**—বর্ধিত হয়ে; **বিলজ্জতে**—লজ্জিত হয়; **যাম্**—যাকে; **ভার্যা**—পত্নী; **ইতি**—এইভাবে; **বা**—অথবা; **বোঢ়ুম্**—গ্রহণ করার জন্য; **ইড়ঃ-পতিঃ**—রাজা; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

সুনীতি বললেন—হে বৎস! সুরুচি যা বলেছে তা ঠিকই, কারণ তোমার পিতা রাজা আমাকে তাঁর পত্নী কেন, তাঁর দাসী বলেও মনে করেন না। আমাকে স্বীকার করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। তাই, তুমি যে একজন দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তার স্তন পান করে বড় হয়েছ, সেই কথা ঠিকই।

শ্লোক ১৯

আতিষ্ঠ তত্তাত বিমৎসরস্ত্ব-
মুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকম্ ।
আরাধয়াধোক্ষজপাদপদ্মং
যদীচ্ছসেঽধ্যাসনমুত্তমো যথা ॥ ১৯ ॥

আতিষ্ঠ—পালন কর; **তৎ**—তা; **তাত**—হে পুত্র; **বিমৎসরঃ**—নির্মৎসর হয়ে; **ত্বম্**—তোমাকে; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **সমাত্রা অপি**—তোমার বিমাতার দ্বারা; **যৎ**—যা কিছু; **অব্যলীকম্**—তা সবই সত্য; **আরাধয়**—আরাধনা করতে শুরু কর; **অধোক্ষজ**—ভগবানের; **পাদ-পদ্মম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **যদি**—যদি; **ইচ্ছসে**—কামনা কর; **অধ্যাসনম্**—সঙ্গে বসার; **উত্তমঃ**—তোমার সৎভাইয়ের; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে বৎস! তোমার বিমাতা সুরুচি তোমাকে যা বলেছেন, তা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সত্য। তাই, তুমি যদি তোমার সৎভাই উত্তমের মতো রাজ-সিংহাসন লাভ করতে চাও, তা হলে মাৎসর্য পরিত্যাগ করে এখনই তোমার বিমাতার আদেশ পালন করতে চেষ্টা কর। তুমি অবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

সুরুচি তাঁর সতীনের পুত্রকে যে কটু কথা বলেছিলেন তা সত্য ছিল, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবনে সাফল্য লাভ করা যায় না। মানুষ আবেদন করে, ভগবান তা অনুমোদন করেন। ধ্রুব মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার জন্য তাঁর সতীনের উপদেশ সম্বন্ধে ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি একমত ছিলেন। পরোক্ষভাবে, সুরুচির বাক্য ধ্রুব মহারাজের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ ছিল, কারণ তাঁর বিমাতার বাক্যে প্রভাবিত হয়ে তিনি একজন মহান ভক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য বিশ্ব-
বিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ ।
অজোঽধ্যতিষ্ঠৎখলু পারমেষ্ঠ্যং
পদং জিতাত্মশ্বসনাভিবন্দ্যম্ ॥ ২০ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি**—পাদ; **পদ্মম্**—পদ্ম; **পরিচর্য**—পূজা করে; **বিশ্ব**—ব্রহ্মাণ্ড; **বিভাবনায়**—সৃষ্টি করার জন্য; **আত্ত**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **গুণ-অভিপত্তেঃ**—বাঞ্ছিত যোগ্যতা লাভ করার জন্য; **অজঃ**—জন্মরহিত (ব্রহ্মা); **অধ্যতিষ্ঠৎ**—অধিষ্ঠিত

হয়েছিলেন; **খলু**—নিঃসন্দেহে; **পারমেষ্ঠ্যম্**—এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ পদ; **পদম্**—পদ; **জিত-আত্ম**—যিনি তাঁর মনকে জয় করেছেন; **শসন্**—প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা; **অভিবন্দ্যম্**—পূজ্য।

অনুবাদ

সুনীতি বললেন—পরমেশ্বর ভগবান এতই মহান যে, কেবল তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও তিনি অজ এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান, তবুও তিনি তাঁর সেই সুমহান পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, কেবলমাত্র সেই ভগবানেরই কৃপায়, যাঁকে মহান যোগীরাও তাঁদের প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা মন সংযমের মাধ্যমে আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সুনীতি ধ্রুব মহারাজের প্রপিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ব্রহ্মা যদিও জীব, তবুও তাঁর তপস্যার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায়, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তার অতি উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। যে-কোন প্রচেষ্টায় সফল হতে হলে কেবল কঠোর তপস্যাই নয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপরেও নির্ভর করতে হয়। ধ্রুব মহারাজের বিমাতা তাঁকে সেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাতা সুনীতি সেই কথা সমর্থন করেছেন।

শ্লোক ২১

তথা মনুর্বো ভগবান্ পিতামহো
যমেকমত্যা পুরুদক্ষিণৈর্মখৈঃ ।
ইষ্ট্বাভিপেদে দুরবাপমন্যতো
ভৌমং সুখং দিব্যমথাপবর্গ্যম্ ॥ ২১ ॥

তথা—তেমনই; **মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু; **বঃ**—তোমার; **ভগবান্**—পূজ্য; **পিতামহঃ**—পিতামহ; **যম্**—যাঁকে; **এক-মত্যা**—একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা; **পুরু**—মহান; **দক্ষিণৈঃ**—দান; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **অভিপেদে**—লাভ করেছিলেন; **দুরবাপম্**—দুষ্প্রাপ্য; **অন্যতঃ**—অন্য কোন উপায়ে; **ভৌমম্**—ভৌতিক; **সুখম্**—সুখ; **দিব্যম্**—দিব্য; **অথ**—তার পর; **আপবর্গ্যম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

সুনীতি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু প্রচুর দানের মাধ্যমে মহান যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করে, একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ভৌতিক সুখ এবং তার পর মুক্তি লাভ করেছিলেন, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব।

তাৎপর্য

মানুষের জীবনের সাফল্য বিচার করা হয় ইহজীবনে জড় সুখ এবং পরলোকে মুক্তির মাধ্যমে। সেই সাফল্য লাভ করা যায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা। *এক-মত্যা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে অবিচলিতভাবে মনকে ভগবানে একাগ্র করা। এইভাবে অবিচলিতচিত্তে ভগবানের আরাধনাকে *ভগবদ্গীতায় অনন্য-ভাক্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'অন্য কোন উপায়ে যা লাভ করা অসম্ভব।' 'অন্য উপায়' বলতে এখানে দেবতাদের আরাধনার কথা বলা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, মনুর ঐশ্বর্য লাভের কারণ ছিল ভগবানের দিব্য সেবায় তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় যার মন বিক্ষিপ্ত, তাকে বুদ্ধিহীন বলে বিবেচনা করা হয়। কেউ যদি জড়-জাগতিক সুখও চান, তা হলে তিনি অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারেন, এবং যাঁরা মুক্তি লাভের বাসনা করেন, তাঁরাও তাঁদের জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারেন।

শ্লোক ২২

তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্ ।
অনন্যভাবে নিজধর্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পূরুষম্ ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁকে; **এব**—ও; **বৎস**—হে পুত্র; **আশ্রয়**—আশ্রয় গ্রহণ কর; **ভৃত্য-বৎসলম্**—পরমেশ্বর ভগবানের, যিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু; **মুমুক্ষুভিঃ**—মুক্তিকামীদেরও; **মৃগ্য**—অন্বেষণীয়; **পদ-অব্জ**—শ্রীপাদপদ্ম; **পদ্ধতিম্**—প্রণালী; **অনন্য-ভাবে**—অবিচলিতভাবে; **নিজ-ধর্ম-ভাবিতে**—নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত

হয়ে; **মনসি**—মনকে; **অবস্থাপ্য**—স্থাপন করে; **ভজস্ব**—ভক্তি সম্পাদন করতে থাক; **পূরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

হে বৎস! তুমিও ভক্তবৎসল ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। যাঁরা সংসার-চক্র থেকে মুক্তি লাভের অন্বেষণ করেন, তাঁরাও সর্বদা ভক্তিযোগে ভগবানের চরণ-কমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে, তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন কর এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁর সেবায় সর্বদা যুক্ত হও।

তাৎপর্য

সুনীতি তাঁর পুত্রকে যে ভক্তিযোগের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তা ভগবৎ উপলব্ধির আদর্শ বিধি। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাঁদের নিজ-নিজ বৃত্তি সম্পাদন করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* ভগবানও অর্জুনকে বলেছিলেন—"লড়াই করতে থাক, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে মনে রেখো।" কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষী প্রতিটি সৎ ব্যক্তির সেই আদর্শ হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে রানী সুনীতি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান *ভৃত্য-বৎসল* নামে পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বলেছেন, "তুমি তোমার বিমাতার দ্বারা অপমানিত হয়ে, ক্রন্দন করতে করতে আমার কাছে এসেছ, কিন্তু তোমার জন্য ভাল কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রতি এতই কৃপাময় যে, তুমি যদি তাঁর কাছে যাও, তা হলে দেখবে যে, তাঁর স্নেহপূর্ণ বিনম্র ব্যবহার আমাদের মতো কোটি-কোটি মায়ের বাৎসল্যকেও অতিক্রম করে। কেউই যখন দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না, তখন কৃষ্ণই কেবল তাঁর ভক্তদের সাহায্য করতে পারেন।" সুনীতি আরও বলেছিলেন যে, ভগবানের কাছে যাওয়ার পন্থা সহজ নয়। পারমার্থিক মার্গে অত্যন্ত উন্নত মহর্ষিরাও তাঁর অন্বেষণ করেন। রানী সুনীতি এও বলেছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজ এখন একটি পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তাই কর্মকাণ্ডের দ্বারা পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর ছিল না। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা পাঁচ বছরের থেকে কম বয়সের একটি শিশুও, অথবা যে-কোন বয়সের যে-কোন মানুষ পবিত্র হতে পারে। সেটি হচ্ছে ভক্তিযোগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন দেবতাদের পূজা অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন না করতে, কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। কেউ যখন সর্বান্তঃকরণে পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে স্থাপন করেন, তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই সহজ এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্লোক ২৩

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন ।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥ ২৩ ॥

ন অন্যম্—অন্য কাউকে নয়; **ততঃ**—তাই; **পদ্ম-পলাশ-লোচনাৎ**—কমল-নয়ন ভগবান থেকে; **দুঃখ-ছিদম্**—যিনি অন্যের দুঃখ-কষ্ট অপনোদন করতে পারেন; **তে**—আপনার; **মৃগয়ামি**—আমি অন্বেষণ করছি; **কঞ্চন**—অন্য কেউ; **যঃ**—যিনি; **মৃগ্যতে**—অন্বেষণ করেন; **হস্ত-গৃহীত-পদ্ময়া**—পদ্মফুল হাতে নিয়ে; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী; **ইতরৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অঙ্গ**—হে বৎস; **বিমৃগ্যমাণয়া**—আরাধ্য।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! কমল-নয়ন ভগবান ব্যতীত অন্য আর কাউকে আমি দেখি না, যিনি তোমার দুঃখ অপনোদন করতে পারেন। ব্রহ্মা আদি দেবতারা যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অন্বেষণ করেন, সেই লক্ষ্মীদেবীও পদ্মহস্তে সর্বদা সেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার জন্য তৎপর থাকেন।

তাৎপর্য

সুনীতি এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে, ভগবানের কৃপা এবং অন্য দেবতাদের কৃপা সমপর্যায়ভুক্ত নয়। মূর্খ মানুষেরা বলে যে, যাঁরই পূজা করা হোক না কেন, তার ফল একই হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। *ভগবদ্গীতায়ও* বলা হয়েছে যে, দেবতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বর ক্ষণস্থায়ী এবং তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য। অর্থাৎ, যেহেতু দেবতারা হচ্ছেন বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীব, তাই অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও তাঁদের প্রদত্ত বর চিরস্থায়ী হতে পারে না। চিরস্থায়ী কৃপা হচ্ছে আধ্যাত্মিক, কারণ আত্মা হচ্ছে নিত্য শাশ্বত। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে যে, যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে, তারাই দেবতাদের পূজা করে। তাই সুনীতি তাঁর পুত্রকে বলেছেন যে, তিনি যেন তাঁর দুঃখ-দুর্দশা অপনোদনের জন্য দেবতাদের কৃপার অন্বেষণ না করে, সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন।

পরমেশ্বর ভগবান জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা, বিশেষ করে লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা। তাই, যাঁরা জড় ঐশ্বর্য লাভে আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা

লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অন্বেষণ করেন। এমন কি অতি উচ্চপদস্থ দেবতারাও লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করেন, কিন্তু মহালক্ষ্মী স্বয়ং সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা সম্পাদনের জন্য উন্মুখ থাকেন। অতএব, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন, তা হলে তিনি আপনা থেকেই লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। যেহেতু ধ্রুব মহারাজ তাঁর বর্তমান বয়সেই জড় ঐশ্বর্যের অন্বেষণ করছিলেন, তাই তাঁর মাতা তাঁকে যথাযথভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, জড় ঐশ্বর্য লাভের জন্যও দেবতাদের পূজা না করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে।

শুদ্ধ ভক্তরা যদিও জড়-জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেন না, তবুও *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক লাভের আশায় ভগবানের শরণাগত হন। জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হলেও, ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে তাঁর মনোভাব নির্মল হয়। এইভাবে তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, আধ্যাত্মিক জীবনের স্তরে উন্নীত হন। আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত না হলে, সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি দেবী দূরদর্শী নারী ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পুত্রকে কেবল পরমেশ্বর ভগবানেরই আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে ভগবানকে *পদ্ম-পলাশ-লোচন* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশ্রান্ত মানুষ যখন পদ্মফুল দর্শন করে, তখন তার সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। তেমনই, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কমল-সদৃশ পরমেশ্বর ভগবানের মুখমণ্ডল দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিরসন হয়। কমল হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেবীর হস্তধৃত প্রতীক। যাঁরা একত্রে লক্ষ্মীদেবী এবং ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁরা অবশ্যই সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যশালী, এমন কি জড়-জাগতিক জীবনেও। ভগবানকে কখনও কখনও *শিব-বিরিঞ্চি-নুতম্* বলে বর্ণনা করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে যে, শিব এবং ব্রহ্মাও পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন।

শ্লোক ২৪

মৈত্রেয় উবাচ

এবং সংজল্পিতং মাতুরাকর্ণ্যার্থাগমং বচঃ ।
সংনিয়ম্যাত্মনাত্মানং নিশ্চক্রাম পিতুঃ পুরাৎ ॥ ২৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এই প্রকার; **সংজল্পিতম্**—উক্তি; **মাতুঃ**—মাতার; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **অর্থ-আগমম্**—সার্থক; **বচঃ**—বাণী; **সংনিয়ম্য**—সংযত করে; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **আত্মানম্**—নিজেকে; **নিশ্চক্রাম**—বহির্গত হয়েছিলেন; **পিতুঃ**—পিতার; **পুরাৎ**—গৃহ থেকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁর মাতা সুনীতি তাঁকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই, সেই সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করে এবং বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প স্থির করে, তিনি তাঁর পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের বিমাতা ধ্রুব মহারাজকে অপমান করায় এবং তাঁর পিতা সেই বিষয়ে সংশোধনের কোন চেষ্টা না করায়, ধ্রুব মহারাজ এবং তাঁর মাতা উভয়েই শোকাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু কেবল শোক করা নিরর্থক—শোক নিরসনের উপায় অন্বেষণ করা কর্তব্য। তাই মাতা এবং পুত্র উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার সংকল্প করেছিলেন, কারণ সেটিই কেবল সমস্ত জড়-জাগতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ পরমেশ্বর ভগবানের অন্বেষণে, তাঁর পিতার রাজধানী পরিত্যাগ করে এক নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজও উপদেশ দিয়েছেন যে, কেউ যদি মনের শান্তির অন্বেষণ করেন, তা হলে তাঁকে সংসার জীবনের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, বনে গিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে এই বন হচ্ছে বৃন্দার বন বা বৃন্দাবন। কেউ যদি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর আশ্রয়ে বৃন্দাবনের শরণ গ্রহণ করেন, তা হলে নিশ্চিতভাবে অনায়াসে তাঁর জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

শ্লোক ২৫

নারদস্তদুপাকর্ণ্য জ্ঞাত্বা তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
স্পৃষ্ট্বা মূর্ধন্যঘঘ্নেন পাণিনা প্রাহ বিস্মিতঃ ॥ ২৫ ॥

নারদঃ—মহর্ষি নারদ; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শুনে; **জ্ঞাত্বা**—এবং জেনে; **তস্য**—তাঁর (ধ্রুব মহারাজের); **চিকীর্ষিতম্**—কার্যকলাপ; **স্পৃষ্ট্বা**—স্পর্শ করে; **মূর্ধনি**—

মস্তকে; **অঘ-ঘ্নেন**—সমস্ত পাপ দূরকারী; **পাণিনা**—হস্তের দ্বারা; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত হয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ সেই সংবাদ শুনেছিলেন, এবং ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে, তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। তিনি ধ্রুবের কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র হস্তের দ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর মাতা সুনীতির কাছে রাজপ্রাসাদের সমস্ত ঘটনা বলছিলেন, তখন নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, নারদ মুনি কিভাবে সেই বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, নারদ মুনি হচ্ছেন *ত্রিকালজ্ঞ*; তিনি এতই শক্তিশালী যে, ঠিক পরমাত্মার মতো তিনি সকলের হৃদয়ের অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাই ধ্রুব মহারাজের দৃঢ় সংকল্পের কথা অবগত হয়ে, নারদ মুনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন। এই বিষয়ের বিশ্লেষণ এইভাবে করা যায়—পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং যখনই তিনি বুঝতে পারেন যে, কোন জীব ভগবদ্ভক্তির মার্গে প্রবেশ করার জন্য নিষ্ঠাপরায়ণ, তখন তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেন। সেইভাবে ভগবান নারদ মুনিকে ধ্রুব মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বর্ণিত হয়েছে—*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—গুরুদেব এবং কৃষ্ণের কৃপায় ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ করা যায়। ধ্রুব মহারাজের দৃঢ় সংকল্পের জন্য ভগবান তাঁর প্রতিনিধি নারদ মুনিকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য।

শ্লোক ২৬

অহো তেজঃ ক্ষত্রিয়াণাং মানভঙ্গমমৃষ্যতাম্ ।
বালোঽপ্যয়ং হৃদা ধত্তে যৎসমাতুরসদ্বচঃ ॥ ২৬ ॥

অহো—কী আশ্চর্য; **তেজঃ**—শক্তি; **ক্ষত্রিয়াণাম্**—ক্ষত্রিয়দের; **মান-ভঙ্গম্**—সম্মানহানি; **অমৃষ্যতাম্**—সহ্য করতে অক্ষম; **বালঃ**—শিশু; **অপি**—সত্ত্বেও; **অয়ম্**—

এই; **হৃদা**—হৃদয়ে; **ধত্তে**—ধারণ করেছে; **যৎ**—যা; **স-মাতুঃ**—বিমাতার; **অসৎ**—অপ্রীতিকর; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

আহা! ক্ষত্রিয়দের তেজ কী অদ্ভুত! তাঁরা তাঁদের সম্মানের স্বল্প হানিও সহ্য করতে পারেন না। অনুমান করে দেখুন! এই বালকটি একটি ছোট শিশু, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিমাতার দুরুক্তি তার কাছে অসহ্য হয়েছে।

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দের গুণের বর্ণনা *ভগবদ্গীতায়* দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দুটি প্রধান গুণ হচ্ছে আত্মসম্মান এবং যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া। এখানে প্রতীত হয় যে, ধ্রুব মহারাজের শরীরে ক্ষত্রিয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। যদি পরিবারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সংস্কৃতির পালন হয়, তা হলে স্বাভাবিকভাবেই সেই বংশের সন্তান-সন্ততিরা সেই বিশেষ বর্ণের গুণাবলী অর্জন করবে। তাই বৈদিক পদ্ধতিতে সংস্কারের পন্থা বা পবিত্রীকরণের পন্থা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পালন করা হয়। কেউ যদি পরিবারে প্রচলিত পবিত্রীকরণের পন্থা অনুশীলন না করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ নিম্নস্তরের জীবনে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ২৭

নারদ উবাচ

নাধুনাপ্যবমানং তে সম্মানং বাপি পুত্রক ।
লক্ষয়ামঃ কুমারস্য সক্তস্য ক্রীড়নাদিষু ॥ ২৭ ॥

নারদঃ উবাচ—মহর্ষি নারদ বললেন; **ন**—না; **অধুনা**—এখন; **অপি**—যদিও; **অবমানম্**—অপমান; **তে**—তোমাকে; **সম্মানম্**—শ্রদ্ধা নিবেদন; **বা**—অথবা; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **পুত্রক**—হে বৎস; **লক্ষয়ামঃ**—আমি দেখতে পাচ্ছি; **কুমারস্য**—তোমার মতো বালকের; **সক্তস্য**—আসক্ত হয়ে; **ক্রীড়ন-আদিষু**—খেলাধুলায়।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ ধ্রুবকে বললেন—হে বৎস! তুমি একটি বালক মাত্র, যার এখন খেলাধুলায় আসক্ত থাকার কথা। তোমার সম্মান হানিকর কথায় তুমি এইভাবে বিচলিত হচ্ছ কেন?

তাৎপর্য

সাধারণত যখন কোন শিশুকে দুষ্ট বা মূর্খ বলে তিরস্কার করা হয়, তখন সেই অসম্মানজনক শব্দের গুরুত্ব না দিয়ে সে হাসে। তেমনই, যদি তার প্রতি সম্মানসূচক শব্দ নিবেদন করা হয়, তা হলেও সে তার তেমন গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয়-তেজ এতই প্রবল ছিল যে, তাঁর ক্ষত্রিয়-সম্মানে আঘাতকারী বিমাতার স্বল্প অপমানও তিনি সহ্য করতে পারেননি।

শ্লোক ২৮

বিকল্পে বিদ্যমানেঽপি ন হ্যসন্তোষহেতবঃ ।
পুংসো মোহমৃতে ভিন্না যল্লোকে নিজকর্মভিঃ ॥ ২৮ ॥

বিকল্পে—অন্য উপায়; **বিদ্যমানে অপি**—থাকা সত্ত্বেও; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অসন্তোষ**—অপ্রসন্নতা; **হেতবঃ**—কারণ; **পুংসঃ**—ব্যক্তির; **মোহম্ ঋতে**—মোহিত না হয়ে; **ভিন্নাঃ**—পৃথক; **যৎ লোকে**—এই পৃথিবীতে; **নিজ-কর্মভিঃ**—তার নিজের কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! তুমি যদি মনে কর যে, তোমার আত্ম-সম্মানের হানি হয়েছে, তা হলেও তোমার অসন্তোষের কোন কারণ নেই। এই প্রকার অসন্তোষ মায়ারই আর একটি লক্ষণ; প্রতিটি জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তাই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবন রয়েছে।

তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে যে, জীব কখনই জড়-জাগতিক সঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয় না অথবা প্রভাবিত হয় না। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার জড় দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে যে, জীবাত্মারূপে সুখ অথবা দুঃখের প্রতি তার কোন রকম প্রবণতা নেই, তখন তাকে মুক্ত পুরুষ বলে বিবেচনা করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ব্রহ্ম-ভূতঃ প্রসন্নাত্মা*—কেউ যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখন তাঁর অনুশোচনা করার এবং আকাঙ্ক্ষা করার কিছু থাকে না। নারদ ঋষি প্রথমে ধ্রুব মহারাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন একটি শিশু; তাই অপমানজনক অথবা সম্মান-হানিকারক বাক্যে

এইভাবে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। আর তাঁর চিন্তাধারা যদি এতই বিকশিত হয়ে থাকে যে, তিনি মান এবং অপমান সম্বন্ধে বুঝতে পারেন, তা হলে সেই জ্ঞান তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করা উচিত; তাঁর বোঝা উচিত যে, মান এবং অপমান উভয়ই পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে নির্ধারিত হয়; অতএব কোন অবস্থাতেই দুঃখিত বা প্রসন্ন হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৯

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পূরুষঃ ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥ ২৯ ॥

পরিতুষ্যেৎ—প্রসন্ন হওয়া উচিত; **ততঃ**—অতএব; **তাত**—হে বৎস; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **মাত্রেণ**—গুণ; **পূরুষ**—ব্যক্তি; **দৈব**—নিয়তি; **উপসাদিতম্**—প্রদত্ত; **যাবৎ**—যেমন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ঈশ্বর-গতিম্**—ভগবানের প্রদর্শিত পন্থা; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের গতিবিধি অত্যন্ত বিচিত্র। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সেই পন্থা অবলম্বন করে, অনুকূল বা প্রতিকূলতার বিচার না করে, সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকা।

তাৎপর্য

মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সমস্ত পরিস্থিতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা বুদ্ধিমান তাদের জানা উচিত যে, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আমাদের এই সুখ এবং দুঃখ ভোগ করতে হয়। যিনি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত চিন্ময় চেতনায় অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধিমান। ভগবদ্ভক্ত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন। ভক্ত যখন দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন, তখন তিনি তা ভগবানের কৃপা বলে মনে করে, তাঁর দেহ, মন এবং বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে বার বার প্রণতি নিবেদন করেন। অতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে সর্বদা প্রসন্ন থাকা।

শ্লোক ৩০

অথ মাত্রোপদিষ্টেন যোগেনাবরুরুৎসসি ।
যৎপ্রসাদং স বৈ পুংসাং দুরারাধ্যো মতো মম ॥ ৩০ ॥

অথ—অতএব; **মাত্রা**—মাতার দ্বারা; **উপদিষ্টেন**—উপদিষ্ট হয়ে; **যোগেন**—যোগ সমাধির দ্বারা; **অবরুরুৎসসি**—উন্নতি সাধন করতে চাও; **যৎ-প্রসাদম্**—যাঁর কৃপায়; **সঃ**—তা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **পুংসাম্**—জীবের; **দুরারাধ্যঃ**—অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন; **মতঃ**—মত; **মম**—আমার।

অনুবাদ

তুমি তোমার মাতার উপদেশ অনুসারে, ভগবানের কৃপা লাভের জন্য, ধ্যান-যোগের পন্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করেছ, কিন্তু আমার মতে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রকার তপশ্চর্যা সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের পন্থা যুগপৎ অত্যন্ত কঠিন এবং অত্যন্ত সরল। পরম গুরু নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ব্যাপারে তিনি কতটা বদ্ধপরিকর ছিলেন। শিষ্য গ্রহণের এটিই হচ্ছে বিধি। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজের কাছে এসেছিলেন তাঁকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য, তবুও তিনি ধ্রুব মহারাজকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন, সেই পন্থা অনুশীলনে তাঁর সংকল্প কতটা দৃঢ় ছিল। কিন্তু, এও সত্য যে, নিষ্ঠাবান ব্যক্তির পক্ষে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অত্যন্ত সরল। কিন্তু যারা নিষ্ঠাপরায়ণ এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নয়, তাদের পক্ষে এই পন্থা অত্যন্ত কঠিন ।

শ্লোক ৩১

মুনয়ঃ পদবীং যস্য নিঃসঙ্গেনোরুজন্মভিঃ ।
ন বিদুর্মৃগয়ন্তোঽপি তীব্রযোগসমাধিনা ॥ ৩১ ॥

মুনয়ঃ—মহর্ষি; **পদবীম্**—পন্থা; **যস্য**—যার; **নিঃসঙ্গেন**—বৈরাগ্যের দ্বারা; **উরু-জন্মভিঃ**—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর; **ন**—কখনই না; **বিদুঃ**—জেনে রেখো; **মৃগয়ন্তঃ**—অন্বেষণ করে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **তীব্র-যোগ**—কঠোর তপস্যা; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—সমস্ত জড় কলুষ-রহিত হয়ে, বহু তপস্যা করে এবং নিরন্তর সমাধিমগ্ন হয়ে, বহু যোগী জন্ম-জন্মান্তর ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ খুঁজে পাননি।

শ্লোক ৩২

অতো নিবর্ততামেষ নির্বন্ধস্তব নিষ্ফলঃ ।
যতিষ্যতি ভবান্ কালে শ্রেয়সাং সমুপস্থিতে ॥ ৩২ ॥

অতঃ—সেই হেতু; **নিবর্ততাম্**—নিবৃত্ত হও; **এষঃ**—এই; **নির্বন্ধঃ**—সংকল্প; **তব**—তোমার; **নিষ্ফলঃ**—বৃথা; **যতিষ্যতি**—ভবিষ্যতে তুমি চেষ্টা কর; **ভবান্**—স্বয়ং; **কালে**—যথা সময়ে; **শ্রেয়সাম্**—সুযোগ; **সমুপস্থিতে**—উপস্থিত হলে।

অনুবাদ

অতএব, হে বৎস! এই বৃথা প্রচেষ্টা থেকে তুমি নিবৃত্ত হও; এই কাজ সফল হবে না। তোমার পক্ষে এখন গৃহে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়স্কর হবে। যখন তুমি বড় হবে, তখন ভগবানের কৃপায় তুমি এই যোগ অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তখন তুমি এই কার্য সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

সাধারণত যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর জীবনের অন্তে পারমার্থিক সিদ্ধির পন্থা অবলম্বন করেন। তাই, বৈদিক প্রথা অনুসারে জীবন চারটি স্তরে বিভক্ত। প্রথমে ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষার্থী সদ্‌গুরুর প্রামাণিক তত্ত্বাবধানে বৈদিক জ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তার পর তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে বৈদিক পন্থা অনুসারে গৃহস্থের কর্তব্য সম্পাদন করেন। তার পর গৃহস্থ বানপ্রস্থ হন, এবং ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন।

সাধারণত মানুষ মনে করে যে, শৈশব জীবনে খেলাধুলায় মত্ত থাকার সময়, যৌবনে যুবতী রমণীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করার সময়, এবং বার্ধক্যে বা মৃত্যুর সময়ে, ভগবদ্ভক্তি বা যোগ সাধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিষ্ঠাবান ভক্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ধ্রুব মহারাজকে মহর্ষি নারদ এই উপদেশ দিয়েছিলেন কেবল তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষ উপদেশ হচ্ছে জীবনের যে-কোন সময় থেকেই ভগবদ্ভক্তি শুরু করা উচিত। কিন্তু গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে শিষ্যের ঐকান্তিক বাসনা পরীক্ষা করে দেখা। তার পর তাকে দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

শ্লোক ৩৩

যস্য যদ্ দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ ।
আত্মানং তোষয়ন্‌দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

যস্য—যে-কেউ; **যৎ**—যা-কিছু; **দৈব**—নিয়তির দ্বারা; **বিহিতম্**—নির্ধারিত; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **তেন**—তার দ্বারা; **সুখ-দুঃখয়োঃ**—সুখ অথবা দুঃখ; **আত্মানম্**—আত্মাকে; **তোষয়ন্**—সন্তুষ্ট হয়ে; **দেহী**—দেহস্থ আত্মা; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পারম্**—পরপারে; **ঋচ্ছতি**—উত্তীর্ণ হয়।

অনুবাদ

জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই, তা দুঃখদায়ক হোক অথবা সুখদায়ক হোক, পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার দ্বারা প্রদত্ত বলে জেনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এইভাবে যে-ব্যক্তি সহিষ্ণু হয়, সে অনায়াসে অজ্ঞানতার অন্ধকার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

তাৎপর্য

পাপ ও পুণ্যময় সকাম কর্ম নিয়ে জড় অস্তিত্ব বিদ্যমান। মানুষ যতক্ষণ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ এই জড় জগতের সুখ-দুঃখই হবে তার পরিণাম। আমরা যখন তথাকথিত জড়-জাগতিক সুখে জীবন উপভোগ করি, তখন বুঝতে হবে যে, আমাদের পুণ্যকর্মের ফল ক্ষয় হচ্ছে। আর যখন আমরা দুঃখভোগ করি, তখন বুঝতে হবে যে, আমাদের পাপকর্মের ফল ক্ষয় হচ্ছে। পাপ অথবা পুণ্যকর্মজনিত সুখ-দুঃখের প্রতি আসক্ত না হয়ে, আমরা যদি অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাই, তা হলে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তা ভগবানের ইচ্ছা বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এইভাবে আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, তা হলে আমরা এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব।

শ্লোক ৩৪

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥ ৩৪ ॥

গুণ-অধিকাৎ—যিনি অধিক গুণবান; **মুদম্**—আনন্দ; **লিপ্সেৎ**—অনুভব করা উচিত; **অনুক্রোশম্**—দয়া; **গুণ-অধমাৎ**—কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তি; **মৈত্রীম্**—বন্ধুত্ব; **সমানাৎ**—সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি; **অন্বিচ্ছেৎ**—ইচ্ছা করা উচিত; **ন**—না; **তাপৈঃ**—ক্লেশের দ্বারা; **অভিভূয়তে**—অভিভূত হন।

অনুবাদ

সকলেরই কর্তব্য নিজের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হওয়া; নিজের থেকে কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে দর্শন করে তার প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া; এবং নিজের সমান গুণযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা। তা হলে এই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ কখনই তাকে অভিভূত করতে পারবে না।

তাৎপর্য

সাধারণত আমরা যখন আমাদের থেকে অধিক গুণসম্পন্ন কাউকে দেখি, তখন আমরা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হই; যখন আমরা আমাদের থেকে কম গুণসম্পন্ন কাউকে দেখি, তখন তাকে অবজ্ঞা করি; এবং যখন আমরা আমাদের সমান গুণসম্পন্ন কাউকে দেখি, তখন আমরা আমাদের কার্যকলাপের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হই। এটি হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। তাই মহর্ষি নারদ ভক্তদের আদর্শ আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। অধিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে, প্রীতিপূর্বক তাঁকে স্বাগত জানানো উচিত। কম গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি পীড়াদায়ক না হয়ে, তাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হওয়া উচিত যাতে তারা উপযুক্ত স্তরে উন্নীত হতে পারে। আর সমগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, তাঁদের সম্মুখে নিজের কার্যকলাপের জন্য গর্বিত না হয়ে, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করা উচিত। কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত সাধারণ মানুষদের প্রতি সকলেরই কর্তব্য কৃপাপরায়ণ হওয়া। এইভাবে আচরণ করলে, মানুষ এই জগতে সুখী হতে পারবে।

শ্লোক ৩৫

ধ্রুব উবাচ

সোঽয়ং শমো ভগবতা সুখদুঃখহতাত্মনাম্ ।
দর্শিতঃ কৃপয়া পুংসাং দুর্দর্শোঽস্মদ্বিধৈস্তু যঃ ॥ ৩৫ ॥

ধ্রুবঃ উবাচ—ধ্রুব মহারাজ বললেন; **সঃ**—তা; **অয়ম্**—এই; **শমঃ**—মনের সাম্য; **ভগবতা**—আপনার দ্বারা; **সুখ-দুঃখ**—সুখ এবং দুঃখ; **হত-আত্মনাম্**—যারা প্রভাবিত হয়েছে; **দর্শিতঃ**—প্রদর্শিত; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **পুংসাম্**—মানুষদের; **দুর্দর্শঃ**—দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন; **অস্মৎ-বিধৈঃ**—আমাদের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **যঃ**—আপনি যা কিছু বলেছেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বললেন—হে নারদ ঋষি! যাদের হৃদয় জড় জগতের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত, তাদের মনের শান্তি লাভের জন্য আপনি কৃপাপূর্বক যে উপদেশ দিয়েছেন, তা অবশ্যই অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তাই এই প্রকার দর্শন আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষকে বলা হয় *অকামী*, অর্থাৎ যাদের কোন রকম জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা নেই। জড়-জাগতিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক, বাসনা অবশ্যই থাকবে। মানুষ যখন তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন জড় বাসনার উদয় হয়। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তাঁর বাসনা চিন্ময়। মহাত্মা নারদের উপদেশ ধ্রুব মহারাজ গ্রহণ করেননি, কারণ সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা নিরস্ত করার এই উপদেশ পালনে, তিনি নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, এই কথা সত্য নয় যে, যাদের জড় বাসনা রয়েছে তারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারবে না। ধ্রুব মহারাজের জীবন কাহিনীর এইটি হচ্ছে মূল শিক্ষা। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। তিনি তাঁর বিমাতার দুরুক্তির দ্বারা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নত, তাঁরা কখনও কারও নিন্দা অথবা স্তুতির পরোয়া করেন না।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তাঁরা জড় জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত নন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নারদ মুনির উপদেশ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, তবুও তিনি তা গ্রহণ করতে পারেননি। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, জড় বাসনাগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভগবানের পূজা করা যোগ্য কি না। তার উত্তর হচ্ছে যে, সকলেই ভগবানের পূজা করার যোগ্য। কারও যদি জড়-জাগতিক বহু কামনা-বাসনা থেকেও থাকে, তা হলেও তার উচিত

ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা, যিনি কৃপাপূর্বক সকলের বাসনা পূর্ণ করেন। এই বর্ণনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, তার হৃদয়ে যতই কামনা-বাসনা থাকুক না কেন।

শ্লোক ৩৬

অথাপি মেঽবিনীতস্য ক্ষাত্রং ঘোরমুপেয়ুষঃ ।
সুরুচ্যা দুর্বচোবাণৈর্ন ভিন্নে শ্রয়তে হৃদি ॥ ৩৬ ॥

অথ অপি—অতএব; **মে**—আমার; **অবিনীতস্য**—বিনীত নয়; **ক্ষাত্রম্**—ক্ষত্রিয় ভাব; **ঘোরম্**—অসহিষ্ণু; **উপেয়ুষঃ**—প্রাপ্ত; **সুরুচ্যাঃ**—রানী সুরুচির; **দুর্বচঃ**—দুরুক্তি; **বাণৈঃ**—বাণের দ্বারা; **ন**—না; **ভিন্নে**—বিদ্ধ হয়ে; **শ্রয়তে**—বিরাজমান; **হৃদি**—হৃদয়ে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আমি অত্যন্ত দুর্বিনীত, তাই আপনার উপদেশ গ্রহণ করছি না, কিন্তু এটি আমার দোষ নয়। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে, আমি এমন হয়েছি। আমার বিমাতা সুরুচি তাঁর দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছেন, তাই আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার হৃদয়ে স্থান পাচ্ছে না।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, হৃদয় বা মন ঠিক একটি মাটির পাত্রের মতো; একবার তা ভেঙ্গে গেলে, তাকে আর কোন উপায়েই সারানো যায় না। ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনিকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিমাতার দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা তাঁর হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তা এমনই মর্মাহত হয়েছে যে, সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা ছাড়া আর কোন কিছুতে তাঁর রুচি নেই। তাঁর বিমাতা তাঁকে বলেছিলেন যে, যেহেতু মহারাজ উত্তানপাদের অবহেলিত রানী সুনীতির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই ধ্রুব মহারাজ রাজসিংহাসনে অথবা তাঁর পিতার কোলে বসার উপযুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর বিমাতার মত অনুসারে, তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তাই ধ্রুব মহারাজ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পদ থেকেও উচ্চতর লোকের রাজা হওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজ পরোক্ষভাবে মহর্ষি নারদকে জানিয়েছিলেন যে, চার প্রকার মানবোচিত মনোভাব রয়েছে—ব্রাহ্মণোচিত মনোভাব, ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব,

বৈশ্যোচিত মনোভাব এবং শূদ্রোচিত মনোভাব। এক বর্ণের মনোভাব অন্য বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারদ মুনি যে দার্শনিক মনোভাবের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত হলেও ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়। ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত বিনয়ের অভাব ছিল, এবং তাই তিনি নারদ মুনির দর্শন স্বীকার করতে অক্ষম ছিলেন।

ধ্রুব মহারাজের উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, শিশুকে যদি তার প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে তার পক্ষে কোন বিশেষ মনোভাব বিকশিত করা সম্ভব নয়। গুরুদেব বা শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, বিশেষ বালকের মনোবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিশেষ বৃত্তি অনুসারে শিক্ষাদান করা। ধ্রুব মহারাজ ইতিমধ্যেই ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব অনুসারে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর পক্ষে ব্রহ্মণ্য দর্শন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাবের বৈষম্যের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। যে-সমস্ত আমেরিকান বালকেরা শূদ্রোচিত শিক্ষালাভ করেছে, তারা রণভূমিতে যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়। তাই, যখন তাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাদের মনোভাব ক্ষত্রিয়োচিত নয়। সমাজে এটিই হচ্ছে মহা অসন্তোষের কারণ।

বালকদের ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব না থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে শিক্ষিত হয়েছে; তাদের শূদ্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এবং তার ফলে নিরাশ হয়ে তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তারা শূদ্রত্বের সর্ব নিম্নস্তরে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী লাভের শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বার সকলেরই জন্য খোলা রয়েছে, তাই সকলেই ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি সব চাইতে বড় প্রয়োজন, কারণ এখন প্রকৃতপক্ষে কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নেই, কেবল রয়েছে কিছু বৈশ্য আর অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করার পন্থাটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। মানব সমাজরূপ শরীরে ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন মাথা, ক্ষত্রিয়রা বাহু, বৈশ্যরা উদর এবং শূদ্ররা পা। বর্তমান সময়ে সেই শরীরটিতে পা রয়েছে আর উদর রয়েছে, কিন্তু তাতে মাথা নেই অথবা বাহু নেই, এবং তাই এই সমাজের সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে। এই অধঃপতিত মানব-সমাজকে আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার জন্য ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৩৭

পদং ত্রিভুবনোৎকৃষ্টং জিগীষোঃ সাধু বর্ত্ম মে ।
ব্রূহ্যস্মৎপিতৃভির্ব্রহ্মন্নন্যৈরপ্যনধিষ্ঠিতম্ ॥ ৩৭ ॥

পদম্—পদ; **ত্রি-ভুবন**—ত্রিলোক; **উৎকৃষ্টম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **জিগীষোঃ**—আকাঙ্ক্ষী; **সাধু**—সৎ; **বর্ত্ম**—পথ; **মে**—আমাকে; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **অস্মৎ**—আমাদের; **পিতৃভিঃ**—পিতা, পিতামহ আদি পূর্বপুরুষদের দ্বারা; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—সত্ত্বেও; **অনধিষ্ঠিতম্**—লাভ করতে পারিনি।

অনুবাদ

হে তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ! আমি এমনই একটি পদ অধিকার করতে চাই, যা আজ পর্যন্ত এই ত্রিভুবনের কেউ লাভ করতে পারেননি, এমন কি আমার পিতা এবং পিতামহও পারেননি। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করতে চান, তা হলে দয়া করে আপনি আমাকে সেই সৎ পন্থা প্রদর্শন করুন, যা অনুসরণ করে আমি আমার জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন নারদ মুনির সেই ব্রাহ্মণোচিত উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, তা হলে তিনি কি ধরনের উপদেশ চেয়েছিলেন। তাই নারদ মুনির জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই, ধ্রুব মহারাজ তাঁর আন্তরিক বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর পিতা অবশ্য ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আর তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মা ছিলেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতা এবং প্রপিতামহের থেকেও শ্রেষ্ঠ রাজ্য লাভ করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি এমন একটি রাজ্য চান যার প্রতিযোগী ত্রিভুবনে কেউ নেই। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা, এবং ধ্রুব মহারাজ তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। তিনি নারদ মুনির উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত নারদ মুনি যদি তাঁকে আশীর্বাদ করেন অথবা তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে এই ত্রিভুবনের যে-কোন ব্যক্তির থেকে উচ্চতর পদ লাভ করতে সক্ষম হবেন। তাই সেই পদ লাভের জন্য তিনি নারদ মুনির সাহায্য চেয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজ ব্রহ্মার থেকেও মহৎ পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, তা ছিল একটি অসম্ভব প্রস্তাব, কিন্তু ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করে ভক্ত অসম্ভবকেও লাভ করতে পারেন।

এখানে একটি বিশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজ যেন-তেন প্রকারেণ সেই উচ্চ পদ লাভ করতে চেয়েছিলেন তা নয়, বরং সৎ উপায়ে তিনি তা লাভ করতে চেয়েছিলেন। এটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁকে সেই পদ প্রদান করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। সেটি হচ্ছে ভক্তের স্বভাব। তিনি জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করতে পারেন, কিন্তু তিনি তখনই তা স্বীকার করেন, যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা দান করেন। ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনির উপদেশ প্রত্যাখ্যান করার ফলে দুঃখ অনুভব করেছিলেন; তাই তিনি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে সেই পথ-প্রদর্শন করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন।

শ্লোক ৩৮

নূনং ভবান্ ভগবতো যোঽঙ্গজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বিতুদন্নটতে বীণাং হিতায় জগতোঽর্কবৎ ॥ ৩৮ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **ভবান্**—আপনি; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **যঃ**—যা; **অঙ্গ-জঃ**—দেহ থেকে জাত; **পরমেষ্ঠিনঃ**—ব্রহ্মা; **বিতুদন্**—বাজিয়ে; **অটতে**—সর্বত্র ভ্রমণ করেন; **বীণাম্**—বীণা; **হিতায়**—মঙ্গলের জন্য; **জগতঃ**—সারা জগতের; **অর্ক-বৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মার যোগ্য পুত্র, এবং আপনি সারা জগতের মঙ্গলের জন্য বীণা বাজিয়ে সর্বত্র বিচরণ করেন। আপনি ঠিক সূর্যের মতো, যে সূর্য সমস্ত জীবের উপকারের জন্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে আবর্তন করে।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ একটি ছোট বালক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর আশা ব্যক্ত করেছিলেন যে, তিনি যেন এমন একটি রাজ্য লাভের বর প্রাপ্ত হন, যার ঐশ্বর্য তাঁর পিতা এবং পিতামহের ঐশ্বর্য থেকেও অধিক হবে। তিনি নারদ মুনির মতো একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করায় তাঁর আনন্দ ব্যক্ত করেছেন, যাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্যের মতো সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করে, সারা জগতের মানুষদের কল্যাণ সাধন করা। সারা জগতের মানুষদের কাছে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার করার উদ্দেশ্যে, নারদ মুনি সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণ করেন। তাই ধ্রুব মহারাজ পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, নারদ মুনি তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে পারেন, যদিও তাঁর সেই বাসনাটি ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

এখানে সূর্যের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সূর্য এতই কৃপাময় যে, তিনি কোন ভেদভাব না করে তাঁর কিরণ সর্বত্র বিতরণ করেন। ধ্রুব মহারাজ তাঁর প্রতি কৃপাপরবশ হওয়ার জন্য নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নারদ মুনি সমস্ত বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিচরণ করেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, নারদ মুনি যেন তাঁর বিশেষ বাসনা পূর্ণ করে তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। ধ্রুব মহারাজ তাঁর বাসনা পূর্ণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি গৃহ এবং প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যুদাহৃতমাকর্ণ্য ভগবান্নারদস্তদা ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তং বালং সদ্বাক্যমনুকম্পয়া ॥ ৩৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উদাহৃতম্**—কথিত হয়ে; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ভগবান্ নারদঃ**—মহাত্মা নারদ; **তদা**—তখন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **প্রত্যাহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **তম্**—তাঁকে; **বালম্**—বালক; **সৎ-বাক্যম্**—সৎ উপদেশ; **অনুকম্পয়া**—কৃপাপরায়ণ হয়ে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—ধ্রুব মহারাজের উক্তি শ্রবণ করে মহাত্মা নারদ মুনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু মহর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বাগ্রগণ্য গুরু, তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর একমাত্র কার্য হচ্ছে যার সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তারই পরম উপকার করা। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একটি শিশু, এবং তাই তাঁর চাওয়াও ছিল একটি ক্রীড়াশীল শিশুর মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মহান ঋষি তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মঙ্গলের জন্য তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪০

নারদ উবাচ

জনন্যাভিহিতঃ পন্থাঃ স বৈ নিঃশ্রেয়সস্য তে ।
ভগবান্ বাসুদেবস্তং ভজ তং প্রবণাত্মনা ॥ ৪০ ॥

নারদঃ উবাচ—মহর্ষি নারদ বললেন; **জননন্যা**—তোমার মাতার দ্বারা; **অভিহিতঃ**—কথিত; **পন্থাঃ**—পথ; **সঃ**—তা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **নিঃশ্রেয়সস্য**—জীবনের পরম লক্ষ্য; **তে**—তোমার জন্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **তম্**—তাঁকে; **ভজ**—সেবা কর; **তম্**—তাঁর দ্বারা; **প্রবণ-আত্মনা**—তোমার মনে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

মহর্ষি নারদ ধ্রুব মহারাজকে বললেন—তোমার মা সুনীতি তোমাকে যে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন, তা তোমার জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত। তাই তোমার উচিত ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণরূপে মগ্ন হওয়া।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠতর ধাম প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার পদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রধান, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠতর রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তাই কোন দেবতার পূজার দ্বারা তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হওয়ার ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবতাদের প্রদত্ত বর ক্ষণস্থায়ী। তাই ধ্রুব মহারাজকে তাঁর মায়ের উপদেশ অনুসারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার পন্থা অনুসরণ করতে নারদ মুনি বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন কিছু দান করেন, তা ভক্তের আশার অতীত। সুনীতি এবং নারদ মুনি উভয়েই জানতেন যে, ধ্রুব মহারাজের চাহিদা পূর্ণ করা কোন দেবতার পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং তাই তাঁরা উভয়েই তাঁকে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

নারদ মুনিকে এখানে *ভগবান্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তিনি ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো যে-কোন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করতে পারেন। তিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজেই তৎক্ষণাৎ তাঁর মনোবাঞ্ছা সবই পূর্ণ করতে পারতেন, কিন্তু সেটি গুরুদেবের কর্তব্য নয়। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে শাস্ত্রানুমোদিত রীতি অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করা। একই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, এবং যদিও তিনি তাঁকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ না করেই জয়লাভের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, তবুও তিনি তা করেননি; পক্ষান্তরে, তিনি অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তেমনই, ধ্রুব মহারাজকে তাঁর ঈপ্সিত ফল লাভ করার জন্য নারদ মুনি তাঁকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪১

ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যং য ইচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ।
একং হ্যেব হরেস্তত্র কারণং পাদসেবনম্ ॥ ৪১ ॥

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—ধর্ম আচরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইন্দ্রিয় সুখভোগ এবং মুক্তি এই চতুর্বর্গ; **আখ্যম্**—নামক; **যঃ**—যিনি; **ইচ্ছেৎ**—ইচ্ছা করেন; **শ্রেয়ঃ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **আত্মনঃ**—আত্মার; **একম্ হি এব**—একমাত্র; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **তত্র**—তাতে; **কারণম্**—কারণ; **পাদ-সেবনম্**—শ্রীপাদপদ্মের পূজা।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ কামনা করেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিতে যুক্ত হওয়া, কারণ তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনার ফলে এই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদনের ফলেই দেবতারা বরদান করতে পারেন। তাই, যখন কোন দেবতাকে কোন কিছু নিবেদন করা হয়, তখন সেই নিবেদন দর্শন করার জন্য তাঁর সম্মুখে নারায়ণ শিলা বা শালগ্রাম শিলারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে স্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত দেবতারা কোন বর দিতে পারেন না। তাই নারদ মুনি উপদেশ দিয়েছেন যে, ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষ লাভের জন্য ভগবানের বন্দনা করে মানুষের উচিত তার মনোবাসনা পূর্তির জন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও দেবতাদের কাছে গিয়ে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি সোজা সমস্ত আশীর্বাদের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, লৌকিক আচার-আচরণের অনুষ্ঠান করা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া। কারণ, যিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত, তাঁর পক্ষে পৃথকভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তকে কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের ব্যাপারে নিরাশ হতে হয় না। তিনি যদি তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করতে চান, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

সেই বাসনা পূর্ণ করেন। মুক্তি সম্বন্ধেও বলা যায় যে, ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে যুক্ত ভক্ত ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন; তাই তাঁকে মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস করতে হয় না।

নারদ মুনি তাই ধ্রুব মহারাজকে তাঁর মায়ের নির্দেশমতো বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, কারণ তার ফলে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এই শ্লোকে নারদ মুনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে একমাত্র পন্থা। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কারও যদি জড়-জাগতিক বাসনা থাকে, তা হলেও তিনি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করতে পারেন, এবং তার ফলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে।

শ্লোক ৪২

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি ।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৪২ ॥

তৎ—তা; **তাত**—বৎস; **গচ্ছ**—যাও; **ভদ্রম্**—মঙ্গল হোক; **তে**—তোমার; **যমুনায়াঃ**—যমুনায়; **তটম্**—তট; **শুচি**—শুদ্ধ হয়ে; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **মধু-বনম্**—মধুবন নামক স্থানে; **যত্র**—যেখানে; **সান্নিধ্যম্**—নিকটবর্তী হয়ে; **নিত্যদা**—সর্বদা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

হে বৎস! তোমার কল্যাণ হোক। তুমি যমুনার তটে মধুবন নামক বনে যাও, এবং সেখানে গিয়ে পবিত্র হও। সেখানে যাওয়ার ফলে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের নিকটবর্তী হয়, কারণ ভগবান সেখানে সর্বদা বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি এবং ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি উভয়েই ধ্রুব মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। এখন, নারদ মুনি তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন কিভাবে সেই আরাধনা অতি শীঘ্র ফলপ্রসূ হতে পারে। তিনি ধ্রুব মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছেন, যমুনার তটে মধুবনে ভগবানের ধ্যান এবং আরাধনা করতে।

ভক্তের পারমার্থিক জীবনে দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য পবিত্র তীর্থের প্রভাব বিশেষ ফল প্রদান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই বিরাজ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পবিত্র তীর্থে তাঁর সমীপবর্তী হওয়া অত্যন্ত সহজ, সেই সমস্ত স্থানে মহান ঋষিগণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর ভক্তরা যেখানেই তাঁর চিন্ময় কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন, সেখানে তিনি বাস করেন। ভারতবর্ষে বহু তীর্থস্থান রয়েছে, তার মধ্যে বদ্রীনারায়ণ, দ্বারকা, রামেশ্বর এবং জগন্নাথপুরী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই পবিত্র স্থানগুলিকে বলা হয় *চতুর্ধাম*। *ধাম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যেখানে অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। বদ্রীনারায়ণে যেতে হলে হরিদ্বার বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দুয়ার হয়ে যেতে হয়। তেমনই প্রয়াগ (এলাহাবাদ) এবং মথুরা আদি বহু তীর্থস্থান রয়েছে, এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে বৃন্দাবন। পারমার্থিক জীবনে অত্যন্ত উন্নত না হলে, এই সমস্ত পবিত্র স্থানে বাস করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার উপদেশ দেওয়া হয় না। কিন্তু সর্বদা ভগবানের বাণী প্রচারে নিযুক্ত নারদ মুনির মতো উন্নত ভক্ত যে-কোন স্থানে ভগবানের সেবা করতে পারেন। কখনও কখনও তিনি পাতাল লোকে পর্যন্ত যান। সেখানকার নারকীয় পরিবেশ নারদ মুনিকে প্রভাবিত করতে পারে না, কারণ তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। নারদ মুনির বর্ণনা অনুসারে, মথুরা প্রদেশের বৃন্দাবন অঞ্চলে আজও বিরাজমান মধুবন হচ্ছে সব চাইতে পবিত্র স্থান। বহু মহাত্মা আজও সেখানে বাস করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন।

বৃন্দাবন অঞ্চলে বারটি বন রয়েছে, এবং মধুবন হচ্ছে তাদের একটি। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা সেখানে সমবেত হয়ে এই বারটি বন দর্শন করেন। যমুনার পূর্ব তটে রয়েছে পাঁচটি বন—ভদ্রবন, বিলবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন এবং মহাবন। যমুনার পশ্চিম তটে রয়েছে সাতটি বন—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন এবং বৃন্দাবন। ঐ বারটি বনে বিভিন্ন ঘাট রয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ, (৪) প্রয়াগ-তীর্থ, (৫) কনখল, (৬) তিন্দুক-তীর্থ, (৭) সূর্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট (বহু সুন্দর ফুল এবং ফলের বৃক্ষশোভিত ধ্রুবঘাট ধ্রুব মহারাজের ধ্যান এবং কঠোর তপস্যার জন্য প্রসিদ্ধ), (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বুধতীর্থ; (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৬) অসি-কুণ্ড, (১৭) চতুঃ-সামুদ্রিক-কূপ, (১৮) অক্রূর-তীর্থ (অক্রূর চালিত রথে কৃষ্ণ-বলরাম যখন মথুরায় যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা এই ঘাটে স্নান করেন), (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্র-স্থান, (২০) কুব্জা-কূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধ-স্থান এবং (২৪) দশাশ্বমেধ।

শ্লোক ৪৩

স্নাত্বানুসবনং তস্মিন্ কালিন্দ্যাঃ সলিলে শিবে ।
কৃত্বোচিতানি নিবসন্নাত্মনঃ কল্পিতাসনঃ ॥ ৪৩ ॥

স্নাত্বা—স্নান করে; **অনুসবনম্**—তিনবার; **তস্মিন্**—সেই; **কালিন্দ্যাঃ**—কালিন্দী (যমুনা) নদীতে; **সলিলে**—জলে; **শিবে**—অত্যন্ত শুভ; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **উচিতানি**—উপযুক্ত; **নিবসন্**—বসে; **আত্মনঃ**—নিজের; **কল্পিত-আসনঃ**—আসন বানিয়ে।

অনুবাদ

নারদ মুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন—হে বৎস! কালিন্দী বা যমুনার জলে তুমি প্রতিদিন তিনবার স্নান কর, কারণ সেই জল অত্যন্ত শুভ, পবিত্র এবং নির্মল। স্নান করার পর, তুমি অষ্টাঙ্গ-যোগের আবশ্যকীয় বিধিগুলি পালন করে, কোন নির্জন স্থানে আসনে উপবেশন কর।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে মনে হয় যে, ধ্রুব মহারাজ ইতিমধ্যেই অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলনের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতা যথাযথের* সাংখ্য-যোগ নামক অধ্যায়ের এগার থেকে পনের শ্লোকে এই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গ-যোগে মনকে স্থির করে তার পর শ্রীবিষ্ণুর রূপের ধ্যান করা হয়, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অষ্টাঙ্গ-যোগ কোন শারীরিক ব্যায়াম নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর রূপে মনকে কেন্দ্রীভূত করার অভ্যাস। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে যে, আসনে উপবেশন করার পূর্বে, পবিত্র এবং নির্মল জলে খুব ভালভাবে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করতে হয়। যমুনার জল স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত নির্মল ও পবিত্র, তাই কেউ যদি দিনে তিনবার সেই জলে স্নান করেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে বাহ্যিক দিক দিয়ে অত্যন্ত শুদ্ধ হয়ে যাবেন। নারদ মুনি সেই জন্য ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যমুনার তটে গিয়ে বাহ্যিক দিক দিয়ে পবিত্র হওয়ার। এটি অষ্টাঙ্গ-যোগ অনুশীলনের ক্রমিক বিধির একটি অঙ্গ।

শ্লোক ৪৪

প্রাণায়ামেন ত্রিবৃতা প্রাণেন্দ্রিয়মনোমলম্ ।
শনৈর্ব্যুদস্যাভিধ্যায়েন্মনসা গুরুণা গুরুম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রাণায়ামেন—প্রাণায়ামের দ্বারা; **ত্রি-বৃতা**—তিনটি অনুমোদিত প্রক্রিয়ার দ্বারা; **প্রাণ-ইন্দ্রিয়**—প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়সমূহ; **মনঃ**—মন; **মলম্**—কলুষ; **শনৈঃ**—ক্রমশ; **ব্যুদস্য**—পরিত্যাগ করে; **অভিধ্যায়েৎ**—ধ্যান কর; **মনসা**—মনের দ্বারা; **গুরুণা**—অবিচলিতভাবে; **গুরুম্**—পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণকে।

অনুবাদ

আসনে উপবেশন করে, প্রাণায়ামের তিনটি অভ্যাস অনুশীলন করে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু, মন এবং ইন্দ্রিয় সংযত কর। এইভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, গভীর ধৈর্য সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান শুরু কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র যোগপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, এবং চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করার জন্য প্রাণায়াম অভ্যাসের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। মন চঞ্চল হওয়ার ফলে স্বভাবতই অস্থির, কিন্তু প্রাণায়ামের অভ্যাস হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। লক্ষ-লক্ষ বছর পূর্বে যখন ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের অভ্যাস করেছিলেন, তখন এই পন্থার দ্বারা মনকে সংযত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে মনঃসংযমের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম কীর্তনের দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মনকে নিবদ্ধ করা। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, মনকে তৎক্ষণাৎ সেই দিব্য শব্দতরঙ্গে একাগ্রীভূত করা যায় এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তা করা যায়। এইভাবে অতি শীঘ্রই সমাধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। কেউ যদি ভগবানের নাম কীর্তন করেন, যা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়।

এখানে ধ্রুব মহারাজকে নারদ মুনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন পরম গুরুদেবের ধ্যান করেন। পরম গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁকে বলা হয় চৈত্যগুরু। যার অর্থ হচ্ছে পরমাত্মা, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অন্তর থেকে সাহায্য করেন, এবং গুরুদেবকে পাঠিয়ে দেন, যিনি বাহির থেকে সহায়তা করেন। গুরুদেব হচ্ছেন সকলের হৃদয়ে স্থিত চৈত্যগুরুর বাহ্যিক প্রকাশ।

যে বিধির দ্বারা জড় বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যাহার, যার অর্থ হচ্ছে সমস্ত জড় চিন্তা এবং কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়া। এই শ্লোকের *অভিধ্যায়েৎ* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মন যতক্ষণ পর্যন্ত না স্থির হয়, ততক্ষণ ধ্যান করা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ধ্যান করার অর্থ অন্তরে ভগবানের

বিষয়ে চিন্তা করা। অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারাই হোক অথবা শাস্ত্র-নির্দেশিত এই যুগের পন্থা নিরন্তর ভগবানের নাম কীর্তনের দ্বারাই হোক, চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা।

শ্লোক ৪৫

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎপ্রসন্নবদনেক্ষণম্ ।
সুনাসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রসাদ-অভিমুখম্—সর্বদা অহৈতুকী কৃপা প্রদান করতে প্রস্তুত; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **প্রসন্ন**—প্রসন্ন; **বদন**—মুখমণ্ডল; **ঈক্ষণম্**—দৃষ্টি; **সু-নাসম্**—সুন্দর নাক; **সু-ভ্রুবম্**—সুন্দর ভ্রূ; **চারু**—সুন্দর; **কপোলম্**—কপোল; **সুর**—দেবতা; **সুন্দরম্**—সুন্দর।

অনুবাদ

(এখানে ভগবানের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে।) ভগবানের মুখমণ্ডল অত্যন্ত সুন্দর এবং নিরন্তর প্রসন্ন। ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁকে কখনও অপ্রসন্ন বলে মনে হয় না, এবং তিনি সর্বদাই তাঁদের কৃপা করতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁর নয়ন, তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল, তাঁর উন্নত নাসিকা এবং তাঁর গণ্ডদেশ অত্যন্ত সুন্দর। তিনি সমস্ত দেবতাদের থেকেও অধিক সুন্দর।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের রূপের ধ্যান করতে হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। নির্বিশেষের ধ্যান আধুনিক যুগের এক অসৎ আবিষ্কার। কোন বৈদিক শাস্ত্রে নির্বিশেষের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* যেখানে ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে *মৎ-পরঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'আমার সম্বন্ধে' যে-কোন বিষ্ণুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি বিষ্ণুরূপ। কখনও কখনও কেউ কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করার চেষ্টা করে, *ভগবদ্গীতায়* যাকে *অব্যক্ত*, অর্থাৎ 'অপ্রকাশিত' অথবা 'নির্বিশেষ' বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবান নিজেই সেখানে বলেছেন যে, যারা সেই নির্বিশেষের ধ্যানের প্রতি আসক্ত, তাদের সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, কেননা নির্বিশেষ রূপে মনকে কেউ একাগ্র করতে পারে না। মনকে একাগ্র করতে হয় ভগবানের রূপের উপর, যা ধ্রুব মহারাজের ধ্যান সম্পর্কে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, ধ্রুব মহারাজ এই প্রকার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তাঁর যোগ সফল হয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্ ।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্নং শরণ্যং করুণার্ণবম্ ॥ ৪৬ ॥

তরুণম্—তরুণ; **রমণীয়**—আকর্ষণীয়; **অঙ্গম্**—দেহের সমস্ত অঙ্গ; **অরুণ-ওষ্ঠ**—উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তিম ওষ্ঠ; **ঈক্ষণ-অধরম্**—তাঁর নয়ন-যুগলও তেমনই; **প্রণত**—শরণাগত; **আশ্রয়ণম্**—শরণাগতের আশ্রয়; **নৃম্নম্**—সর্বতোভাবে দিব্য আনন্দদায়ক; **শরণ্যম্**—শরণযোগ্য; **করুণা**—করুণাপূর্ণ; **অর্ণবম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—ভগবানের রূপ সর্বদাই তরুণ। তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে গঠিত এবং নিখুঁত। তাঁর চক্ষু এবং ওষ্ঠাধর উদীয়মান সূর্যের মতো রক্তিম। তিনি সর্বদাই শরণাগতকে আশ্রয়দান করতে প্রস্তুত, এবং যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁকে অবলোকন করেন, তিনি পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করেন। তিনি সর্বদাই শরণাগতের প্রভু হওয়ার যোগ্য, কারণ তিনি হচ্ছেন করুণার সিন্ধু।

তাৎপর্য

প্রতিটি ব্যক্তিকেই কোন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির শরণাগত হতে হয়। আমাদের জীবনের সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা। বর্তমান অবস্থায় আমরা সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, রাজ্য বা সরকারের কারও না কারোর শরণাগত হওয়ার চেষ্টা করছি। শরণাগতির এই পন্থা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তা কখনই পূর্ণ নয়, কারণ যে-ব্যক্তি বা সংস্থার শরণাগত আমরা হচ্ছি তা অপূর্ণ, এবং আমাদের শরণাগতিও বহু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ার ফলে অপূর্ণ। জড় জগতে কেউই শরণ গ্রহণের যোগ্য নয়, এবং কেউই একেবারে বাধ্য না হলে, পূর্ণরূপে কারও শরণাগত হতে চায় না। কিন্তু শরণাগতির এই পন্থা হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত, এবং ভগবান হচ্ছেন পূর্ণরূপে শরণযোগ্য। জীব যখন ভগবানের সুন্দর তরুণ রূপ দর্শন করে, তখন আপনা থেকেই সে তাঁর শরণাগত হয়।

নারদ মুনি যে ভগবানের বর্ণনা এখানে দিয়েছেন তা কল্পনাপ্রসূত নয়। পরম্পরা ধারায় ভগবানের রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মায়াবাদীরা বলে যে, ভগবানের রূপের কল্পনা করতে হয়, কিন্তু এখানে নারদ মুনি সেই কথা বলেননি। পক্ষান্তরে তিনি প্রামাণিক সূত্র থেকে ভগবানের রূপের এই বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নিজেই হচ্ছেন একজন মহাজন, এবং বৈকুণ্ঠলোকে গিয়ে তিনি স্বয়ং ভগবানকে দর্শন করতে

পারেন; তাই ভগবানের শ্রীঅঙ্গের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা কল্পনাপ্রসূত নয়। কখনও কখনও আমরা আমাদের শিষ্যদের ভগবানের রূপের বর্ণনা দিই, এবং সেই অনুসারে তারা তাঁর ছবি আঁকে। তাদের সেই ছবিগুলি কল্পনাপ্রসূত নয়। সেই বর্ণনা গুরু-পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত, ঠিক যেমন ভগবানকে দর্শন করে তাঁর দৈহিক রূপের বর্ণনা নারদ মুনি দিয়েছেন। তাই এই বর্ণনা স্বীকার করা উচিত, এবং তা যদি আঁকাও হয়, তা কোন কাল্পনিক চিত্র নয়।

শ্লোক ৪৭

শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মৈরভিব্যক্তচতুর্ভুজম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীবৎস-অঙ্কম্—ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; **ঘন-শ্যামম্**—ঘন নীল বর্ণ; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **বনমালিনম্**—ফুলের মালা; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **চক্র**—চক্র; **গদা**—গদা; **পদ্মৈঃ**—পদ্মফুল; **অভিব্যক্ত**—প্রকাশিত; **চতুঃ-ভুজম্**—চতুর্ভুজ।

অনুবাদ

ভগবান হচ্ছেন শ্রীবৎস বা লক্ষ্মীদেবীর আসনরূপ চিহ্নসমন্বিত, এবং তাঁর অঙ্গ কান্তি ঘন নীলবর্ণ। তিনি পুরুষ, তাঁর গলায় বনফুলের মালা, এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুর্জরূপে নিত্য প্রকটিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুরুষম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান কখনই স্ত্রী নন। তিনি সর্বদাই পুরুষ। তাই নির্বিশেষবাদীরা যে স্ত্রীরূপে ভগবানের কল্পনা করে তা ভ্রান্ত। প্রয়োজন হলে ভগবান স্ত্রীরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তাঁর নিত্য রূপে তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ। ভগবানের স্ত্রীরূপ হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, রাধারাণী, সীতা প্রভৃতি দেবীগণ। এই সমস্ত সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ ভগবানের সেবিকা; তাঁরা পরম পুরুষ নন, যা নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তভাবে কল্পনা করে। নারায়ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা চতুর্ভুজ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে তাঁর এই চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। কোন কোন ভক্ত মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নারায়ণের অবতার, কিন্তু ভাগবত মতাবলম্বীরা বলেন যে, নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ।

শ্লোক ৪৮

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্ ।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥ ৪৮ ॥

কিরীটিনম্—ভগবান রত্নখচিত মুকুট-শোভিত; **কুণ্ডলিনম্**—মুক্তার কর্ণভূষণ; **কেয়ূর**—রত্নখচিত কণ্ঠহার; **বলয়-অন্বিতম্**—রত্নখচিত বলয়-শোভিত; **কৌস্তুভ-আভরণ-গ্রীবম্**—তাঁর কণ্ঠ কৌস্তুভ মণির দ্বারা বিভূষিত; **পীত-কৌশেয়-বাসসম্**—এবং তিনি পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্রে সজ্জিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের সমগ্র অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত। তাঁর মাথায় রত্নখচিত মুকুট, গলায় কণ্ঠহার এবং হাতে বলয়, তাঁর কণ্ঠে কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছে, এবং তাঁর পরনে পীত পট্টবস্ত্র।

শ্লোক ৪৯

কাঞ্চীকলাপপর্যস্তং লসৎকাঞ্চননূপুরম্ ।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥

কাঞ্চী-কলাপ—মেখলা; **পর্যস্তম্**—পরিবেষ্টিত; **লসৎ-কাঞ্চন-নূপুরম্**—তাঁর পদযুগল স্বর্ণ-নূপুরে সুশোভিত; **দর্শনীয়-তমম্**—অত্যন্ত দর্শনীয়; **শান্তম্**—শান্ত; **মনঃ-নয়ন-বর্ধনম্**—নয়ন এবং মনের অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

অনুবাদ

তাঁর নিতম্বদেশ মেখলার দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং চরণযুগল স্বর্ণ-নূপুরে সুশোভিত। তাঁর দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। তিনি সর্বদা শান্ত ও স্নিগ্ধ এবং তাঁর রূপ নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক।

শ্লোক ৫০

পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চতাম্ ।
হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ৫০ ॥

পদ্‌ভ্যাম্—তাঁর পদযুগল; **নখ-মণি-শ্রেণ্যা**—মণিসদৃশ পদনখের কিরণের দ্বারা; **বিলসদ্‌ভ্যাম্**—উজ্জ্বল চরণ-কমল; **সমর্চতাম্**—যাঁরা তাঁর আরাধনায় যুক্ত; **হৃৎ-পদ্ম-কর্ণিকা**—হৃদয়রূপ পদ্মের কর্ণিকার; **ধিষ্ণ্যম্**—অবস্থিত; **আক্রম্য**—অধিকার করে; **আত্মনি**—হৃদয়ে; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত।

অনুবাদ

প্রকৃত যোগী হৃদয়রূপ পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন, যাঁর পদযুগল মণিসদৃশ পদনখের কিরণে উদ্ভাসিত।

শ্লোক ৫১

স্ময়মানমভিধ্যায়েৎসানুরাগাবলোকনম্ ।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥ ৫১ ॥

স্ময়মানম্—ভগবানের হাসি; **অভিধ্যায়েৎ**—তাঁর ধ্যান করা উচিত; **স-অনুরাগ-অবলোকনম্**—যিনি গভীর অনুরাগ সহকারে তাঁর ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; **নিয়তেন**—এই প্রকার নিয়মিতভাবে; **এক-ভূতেন**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **মনসা**—মন দিয়ে; **বর-ঋষভম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতার ধ্যান করা উচিত।

অনুবাদ

ভগবানের মুখমণ্ডল সর্বদাই মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত, এবং ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সেই ভক্তবৎসল রূপ নিরন্তর দর্শন করা। ধ্যানকারীর কর্তব্য সমস্ত বরপ্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবানকে এইভাবে দর্শন করা।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *নিয়তেন* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, উপরোক্ত বিধিতে ধ্যান অভ্যাস করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার নতুন কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে, প্রামাণিক শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই কর্তব্য। এই অনুমোদিত পন্থায় নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের রূপের চিন্তা করে মনকে একাগ্রীভূত করতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মন সমাধিতে স্থির হয়। এখানে *এক-ভূতেন* শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'গভীর মনোযোগ এবং একাগ্রতা সহকারে'। কেউ যদি ভগবানের শ্রীঅঙ্গের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে তাঁর কখনও অধঃপতন হবে না।

শ্লোক ৫২

এবং ভগবতো রূপং সুভদ্রং ধ্যায়তো মনঃ ।
নির্বৃত্যা পরয়া তূর্ণং সম্পন্নং ন নিবর্ততে ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **সু-ভদ্রম্**—অত্যন্ত মঙ্গলজনক; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **মনঃ**—মন; **নির্বৃত্যা**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে; **পরয়া**—চিন্ময়; **তূর্ণম্**—অতি শীঘ্র; **সম্পন্নম্**—সমৃদ্ধ হয়ে; **ন**—কখনই না; **নিবর্ততে**—বিচ্যুত হয়।

অনুবাদ

যিনি এইভাবে সর্বদা ভগবানের মঙ্গলময় রূপের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তিনি অচিরেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, এবং তিনি কখনও ভগবানের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন না।

তাৎপর্য

নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানকে বলা হয় সমাধি। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি কখনই এখানকার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের রূপের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে অর্চনমার্গে, মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে, ভক্ত নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করেন; সেটিই হচ্ছে সমাধি। যিনি এইভাবে অভ্যাস করেন, তিনি কখনও ভগবানের সেবা থেকে বিচলিত হতে পারেন না, এবং তার ফলে তাঁর মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

শ্লোক ৫৩

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্ ॥ ৫৩ ॥

জপঃ চ—এই প্রসঙ্গে মন্ত্রজপ; **পরমঃ**—অত্যন্ত; **গুহ্যঃ**—গোপনীয়; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার থেকে; **নৃপ-আত্মজ**—হে রাজপুত্র; **যম্**—যা; **সপ্ত-রাত্রম্**—সাত রাত্রি; **প্রপঠন্**—জপ করার ফলে; **পুমান্**—মানুষ; **পশ্যতি**—দেখতে পারে; **খে-চরান্**—যে সমস্ত মানুষ অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন।

অনুবাদ

হে রাজপুত্র! আমি তোমাকে এখন সেই মন্ত্র সম্বন্ধে বলব, যা এই ধ্যানের পন্থায় জপ করা কর্তব্য। সাবধানতার সঙ্গে সাত রাত্রি এই মন্ত্র জপ করলে, অন্তরীক্ষে বিচরণকারী সিদ্ধপুরুষদের দর্শন করা যায়।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে সিদ্ধলোক নামে একটি স্থান রয়েছে। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা স্বভাবতই যোগসিদ্ধ। এই সিদ্ধি আট প্রকার—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য ইত্যাদি। লঘিমা-সিদ্ধির দ্বারা অথবা লঘু থেকে লঘুতর হওয়ার ক্ষমতার দ্বারা সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা বিমান অথবা অন্তরীক্ষ যান ব্যতীত গগনমার্গে বিচরণ করতে পারেন। এখানে নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানের দ্বারা এবং মন্ত্রজপের দ্বারা সাত দিনের মধ্যে এমনই সিদ্ধি লাভ করা যায় যে, গগনমার্গে বিচরণকারী মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়। নারদ মুনি জপ শব্দটির ব্যবহার করেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "তা যদি এতই গোপনীয় হয়, তা হলে কেন তা *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে?" সেই মন্ত্র গোপনীয় হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, গ্রন্থে প্রকাশিত মন্ত্র যে-কোন স্থানে লাভ করা করা যেতে পারে, কিন্তু তা গুরুপরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত না হলে, সেই মন্ত্র কার্যকরী হয় না। প্রামাণ্য সূত্রে বলা হয়েছে যে, গুরুপরম্পরার মাধ্যমে মন্ত্র প্রাপ্ত না হলে, তার কোন প্রভাব থাকে না।

এই শ্লোকে আর একটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মন্ত্রজপ সহকারে ধ্যান করতে হয়। এই যুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ হচ্ছে ধ্যান করার সব চাইতে সহজ পন্থা। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ, রাম এবং তাঁদের শক্তির রূপ দর্শন করা যায়, এবং সেটিই হচ্ছে সমাধির সিদ্ধ অবস্থা। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময় কৃত্রিমভাবে ভগবানের রূপ দর্শনের চেষ্টা করা উচিত নয়, কিন্তু যখন নিরপরাধে নাম জপ হবে, তখন আপনা থেকেই ভগবান জপকারীর কাছে তাঁর নিজের রূপ প্রকাশ করবেন। তাই জপকারীর কর্তব্য হচ্ছে সেই শব্দতরঙ্গ শ্রবণে মনকে একাগ্রীভূত করা, এবং তখন তাঁর দিক থেকে কোন রকম প্রয়াস ব্যতীতই ভগবান আপনা থেকেই তাঁর কাছে আবির্ভূত হবেন।

শ্লোক ৫৪

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।
মন্ত্রেণানেন দেবস্য কুর্যাদ্ দ্রব্যময়ীং বুধঃ ।
সপর্যাং বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৫৪ ॥

ওঁ—হে ভগবান; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—বাসুদেবকে; **মন্ত্রেণ**—এই মন্ত্রের দ্বারা; **অনেন**—এই; **দেবস্য**—ভগবানের; **কুর্যাৎ**—করা উচিত; **দ্রব্যময়ীম্**—দ্রব্যময়ী; **বুধঃ**—বিদ্বান; **সপর্যাম্**—অনুমোদিত বিধির দ্বারা পূজা; **বিবিধৈঃ**—অনেক প্রকার; **দ্রব্যৈঃ**—দ্রব্যের দ্বারা; **দেশ**—স্থান অনুসারে; **কাল**—সময়; **বিভাগ-বিৎ**—বিভাগ সম্বন্ধে যিনি অবগত।

অনুবাদ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এটি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল, ফল ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ, কাল এবং সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত।

তাৎপর্য

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নামে পরিচিত। বৈষ্ণব ভক্তরা এই মন্ত্র জপ করেন, এবং তা শুরু হয় *প্রণব* বা *ওঁকার* সহকারে। নির্দেশ রয়েছে যে, যাঁরা ব্রাহ্মণ নন, তাঁরা *প্রণব* মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের জন্ম হয়েছিল ক্ষত্রিয়রূপে। তিনি তাই নারদ মুনিকে বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয় হওয়ার ফলে, ত্যাগ এবং মনের সাম্য সম্বন্ধে নারদ মুনির উপদেশ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তা ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও নারদ মুনির নির্দেশে ধ্রুব মহারাজের *প্রণব* বা *ওঁকার* উচ্চারণ করার অনুমতি লাভ হয়েছিল। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত ভারতবর্ষে, যখন অন্য বর্ণের মানুষেরা *প্রণব* মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন জাতি ব্রাহ্মণেরা প্রবলভাবে আপত্তি করে। কিন্তু এখানে সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেউ যদি বৈষ্ণব মন্ত্র বা বৈষ্ণব পন্থায় ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তখন তিনি *প্রণব* মন্ত্র জপ করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, যথাযথভাবে

আরাধনা করার ফলে, যে কেউ, এমন কি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

নারদ মুনি যে এখানে প্রামাণিক বিধির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে এবং সেই মন্ত্র শ্রবণ করতে হয় দক্ষিণ কর্ণে। কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই শ্রীবিগ্রহ বা ভগবানের রূপের সম্মুখে করতে হবে। অবশ্য, ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর সেই রূপ কোন ভৌতিক রূপ নয়। যেমন, লোহা যখন আগুনে গরম হয়ে লাল হয়ে যায়, তখন আর তা লোহা থাকে না; তা আগুনে পরিণত হয়। তেমনই, আমরা যখন ভগবানের রূপ তৈরি করি, তখন তা কাঠ, পাথর, ধাতু, মণি বা চিত্রের অথবা এমন কি মনের মধ্যে কোন রূপ হোক না কেন, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য চিন্ময় রূপ। নারদ মুনির মতো অথবা গুরুপরম্পরা ধারায় তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, সেই মন্ত্র জপও করতে হবে। আর কেবল জপ করলেই চলবে না, স্থান, কাল এবং সুবিধা অনুসারে যে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাও ভগবানকে নিবেদন করতে হবে।

মন্ত্রজপ, এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ আদি অর্চনবিধি কোন বাঁধাধরা নিয়মে করার দরকার হয় না, এমন কি তা সর্বত্রই একভাবেও করতে হয় না। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থান, কাল এবং সুযোগ-সুবিধা অনুসারে তা করা যায়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে, এবং আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে আমরাও ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছি। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা তাঁদের মনগড়া ধারণায় গর্বিত হয়ে কখনও কখনও সমালোচনা করে, "এটা করা হয়নি, ওটা করা হয়নি।" কিন্তু অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধ্রুব মহারাজকে দেওয়া নারদ মুনির উপদেশ তারা ভুলে যায়। বিশেষ দেশ, কাল এবং সুযোগ-সুবিধার বিচার করা কর্তব্য। ভারতবর্ষে যা সুবিধাজনক, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তা নাও হতে পারে। যাঁরা আচার্য পরম্পরার অন্তর্গত নন, অথবা আচার্যের ভূমিকায় কিভাবে আচরণ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে যাঁদের ব্যক্তিগত কোন জ্ঞান নেই, তাঁরা অনর্থক ভারতবর্ষের বাইরের দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। আসল কথা হচ্ছে যে, এই প্রকার সমালোচকেরা ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণভাবনার প্রচারকার্যে কোন কিছুই করতে পারে না। কেউ যদি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এবং স্থান ও কালের বিবেচনা করে ভগবানের বাণী প্রচার করতে যান, তা হলে হয়তো কখনও কখনও তাঁকে পূজা-পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন সাধন করতে হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের মতে তা

কিঞ্চিৎমাত্র ত্রুটিপূর্ণ নয়। রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন প্রখ্যাত আচার্য শ্রীমৎ বীররাঘব আচার্য তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন যে, চণ্ডাল অথবা শূদ্রাধম কুলোদ্ভূত জীবও পরিস্থিতি অনুসারে দীক্ষিত হতে পারেন। তাদের বৈষ্ণব করার ব্যাপারে বিধির স্বল্প পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর নাম যেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে শোনা যায়। সর্বত্র যদি প্রচার না হয়, তা হলে তা কিভাবে সম্ভব? ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় হচ্ছে ভাগবত-ধর্ম, এবং তিনি কৃষ্ণকথা বা *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণীর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, প্রতিটি ভারতবাসী যেন এই পরোপকারের ব্রত গ্রহণ করে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেন। 'পৃথিবীর অন্য অধিবাসীরা' বলতে কেবল ভারতীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়, অথবা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত জাতি ব্রাহ্মণদেরই বোঝায় না। কেবল ভারতীয়রা এবং হিন্দুরাই বৈষ্ণব হবে, সেই ধারণাটি ভ্রান্ত। সকলকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য প্রচার করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ অথবা যবন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিদের কাছেও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে কোন বাধা নেই। এমন কি ভারতবর্ষেও শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেই কথা তাঁর *হরিভক্তিবিলাস* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা হচ্ছে বৈষ্ণবদের দৈনন্দিন আচার-আচরণের প্রামাণিক বৈদিক পথ-প্রদর্শিকা। সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদের সংযোগে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই যথাযথ দীক্ষাবিধির দ্বারা যে-কেউ বৈষ্ণবে পরিণত হতে পারে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গুরুপরম্পরা ধারায় সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করা। একে বলে দীক্ষা-বিধান। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ব্যপাশ্রিত্য*—সদ্গুরু গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পন্থায় সারা পৃথিবীকে কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

শ্লোক ৫৫

সলিলৈঃ শুচিভির্মাল্যৈর্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চেত্তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্ ॥ ৫৫ ॥

সলিলৈঃ—জলের দ্বারা; **শুচিভিঃ**—পবিত্র করে; **মাল্যৈঃ**—মালার দ্বারা; **বন্যৈঃ**—বনফুলের; **মূল**—শিকড়; **ফল-আদিভিঃ**—বিবিধ প্রকার শাক-সবজি এবং ফলের দ্বারা; **শস্ত**—নবীন দূর্বাঘাস; **অঙ্কুর**—কলি; **অংশুকৈঃ**—ভূর্জ আদি বৃক্ষ বল্কল দ্বারা;

চ—এবং; **অর্চেৎ**—আরাধনা করা উচিত; **তুলস্যা**—তুলসীপত্রের দ্বারা; **প্রিয়য়া**—যা অত্যন্ত প্রিয়; **প্রভুম্**—ভগবানের।

অনুবাদ

শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ফুলমালা, ফল, ফুল এবং শাক-সবজির দ্বারা, যা বনে পাওয়া যায়, অথবা নবীন দূর্বাঘাস, পুষ্পের কলি, এমন কি গাছের ছাল দিয়ে পর্যন্ত ভগবানের পূজা করা উচিত, আর যদি সম্ভব হয়, তা হলে তুলসীপত্র নিবেদন করা উচিত, যা পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুলসীদল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যেক মন্দিরে অথবা ভগবানের আরাধনার কেন্দ্রে তুলসীপত্র রাখার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভক্তদের বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করার ব্যাপারে, আমাদের সব চাইতে বড় দুঃখের কারণ হয়েছিল যে, সেখানে তুলসীপত্র পাওয়া যেত না। তাই, এখানে বীজ থেকে তুলসীর চারা তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের শিষ্যা শ্রীমতী গোবিন্দ দাসীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এখন আমাদের আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই তুলসীদেবী সেবিত হচ্ছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের পূজায় তুলসীপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্লোকে *সলিলৈঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জলের দ্বারা'। ধ্রুব মহারাজ যমুনার তটে ভগবানের আরাধনা করছিলেন। যমুনা ও গঙ্গা পবিত্র, এবং কখনও কখনও ভারতের ভক্তরা ঐকান্তিকভাবে চান যে, গঙ্গা অথবা যমুনার জলে যেন ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা হয়। কিন্তু এখানে *দেশ-কাল* শব্দ ইঙ্গিত করে 'সময় এবং স্থান অনুসারে'। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে গঙ্গা অথবা যমুনা নদী নেই, তাই সেখানে সেই পবিত্র নদীর জল পাওয়া যায় না। তা হলে কি অর্চাবিগ্রহের অর্চনা বন্ধ করে দেওয়া হবে? না। *সলিলৈঃ* বলতে যে-কোন জলকে বোঝায়—যা পাওয়া যায়—তবে অবশ্যই অত্যন্ত নির্মল এবং শুদ্ধভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে। সেই জল ব্যবহার করা যাবে। দেশ এবং কখন কি পাওয়া যায় সেই অনুসারে, অন্যান্য উপচারগুলি, যেমন, ফুলের মালা, ফল এবং শাক-সবজি সংগ্রহ করা উচিত। তুলসীদল ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই যতদূর সম্ভব তুলসী উৎপাদনের ব্যবস্থার চেষ্টা করতে হবে। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, বনে যে ফল এবং ফুল পাওয়া যায়, তা দিয়ে ভগবানের আরাধনা করতে।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি শাক-সবজি, ফল, ফুল ইত্যাদি গ্রহণ করেন। এখানে মহান আচার্য নারদ মুনি যে উপদেশ দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কিছু ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করা উচিত নয়। নিজের খেয়াল-খুশিমতো ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করা যায় না; যেহেতু ফল এবং শাক-সবজি বিশ্বের সর্বত্র পাওয়া যায়, তাই এই ছোট বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পালন করতে হবে।

শ্লোক ৫৬

লব্ধ্বা দ্রব্যময়ীমর্চাং ক্ষিত্যম্ব্বাদিষু বার্চয়েৎ ।
আভৃতাত্মা মুনিঃ শান্তো যতবাঙ্মিতবন্যভুক্ ॥ ৫৬ ॥

লব্ধ্বা—প্রাপ্ত হয়ে; **দ্রব্য-ময়ীম্**—ভৌতিক উপাদানের দ্বারা নির্মিত; **অর্চাম্**—আরাধ্য বিগ্রহ; **ক্ষিতি**—পৃথিবী; **অম্বু**—জল; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বা**—অথবা; **অর্চয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **আভৃত-আত্মা**—সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযত; **মুনিঃ**—মহাত্মা; **শান্তঃ**—শান্তিপূর্বক; **যতবাক্**—কথা বলার প্রবণতা সংযত করে; **মিত**—অল্প; **বন্য-ভুক্**—বনে যা পাওয়া যায় তা আহার করে।

অনুবাদ

মাটি, জল, মণ্ড, কাঠ, এবং ধাতু ইত্যাদি ভৌতিক উপাদান দিয়ে নির্মিত ভগবানের রূপের আরাধনা করা সম্ভব। বনে মাটি এবং জলের অতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে অর্চাবিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব নয়, তাই তা দিয়ে তৈরি বিগ্রহেরই উপরোক্ত বিধি অনুসারে আরাধনা করা উচিত। যে ভক্ত পূর্ণরূপে আত্মসংযত, তাঁর অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরচিত্ত হওয়া উচিত, এবং বনে যে ফলমূল পাওয়া যায়, তা খেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

তাৎপর্য

ভক্তের পক্ষে ভগবানের স্বরূপের পূজা করা অপরিহার্য। কেবল গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে মনে মনে ভগবানের রূপের ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়। ভগবানের স্বরূপের পূজা অবশ্য কর্তব্য। নির্বিশেষবাদীরা অনর্থক কোন অব্যক্ত রূপের ধ্যান করে অথবা পূজা করে, কিন্তু এই পন্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং বিপজ্জনক। নির্বিশেষবাদীদের অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল মাটি এবং জল থেকে তৈরি ভগবানের রূপের ধ্যান করতে, কারণ

ধাতু, কাঠ অথবা পাথরের মূর্তি তৈরি করা বনে সম্ভব নয়। সেখানে সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে জল আর মাটি মিশিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরি করে তাঁর পূজা করা। আহার্য রান্না করার জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়; বনে অথবা শহরে ফল এবং শাক-সবজি জাতীয় যা কিছু পাওয়া যায়, তাই শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করা উচিত, এবং তা গ্রহণ করেই ভক্তের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া তাঁর উচিত নয়। তবে যেখানে সম্ভব, সেখানে অবশ্যই ফল, দুধ এবং শাক-সবজি থেকে তৈরি রন্ধন করা অথবা রন্ধন না করা সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। ভক্তের পক্ষে *মিতভুক্* হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সেটি ভক্তের একটি গুণ। কোন বিশেষ খাদ্যের দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করা তার পক্ষে উচিত নয়। ভগবানের কৃপায় যে প্রসাদ পাওয়া যায়, তা আহার করেই তাঁর সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শ্লোক ৫৭

স্বেচ্ছাবতারচরিতৈরচিন্ত্যনিজমায়য়া ।
করিষ্যত্যুত্তমশ্লোকস্তদ্ ধ্যায়েদ্ধৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ৫৭ ॥

স্ব-ইচ্ছা—তাঁর নিজের পরম ইচ্ছার দ্বারা; **অবতার**—অবতার; **চরিতৈঃ**—কার্যকলাপ; **অচিন্ত্য**—অচিন্ত্য; **নিজ-মায়য়া**—স্বীয় শক্তি দ্বারা; **করিষ্যতি**—অনুষ্ঠান করে; **উত্তম-শ্লোকঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ**—তা; **ধ্যায়েৎ**—ধ্যান করা উচিত; **হৃদয়ঙ্গমম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! প্রতিদিন তিনবার ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা এবং মন্ত্র জপ করা ব্যতীত, তাঁর পরম ইচ্ছা এবং স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের বিভিন্ন অবতারের চিন্ময় কার্যকলাপের ধ্যান করাও তোমার কর্তব্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি নয় প্রকার নির্ধারিত বিধির অনুশীলন সমন্বিত—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন। এখানে ধ্রুব মহারাজকে কেবল ভগবানের রূপের ধ্যান করার উপদেশই দেওয়া হয়নি, অধিকন্তু বিভিন্ন অবতারে ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের কথা চিন্তা করারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মায়াবাদীরা ভগবানের অবতারদের সাধারণ জীবের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে।

সেটি একটি মস্তবড় ভুল। ভগবানের অবতারেরা প্রকৃতির নিয়মে কর্ম করতে বাধ্য নন। ভগবান যে তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত হন, সেই কথা বোঝাবার জন্য এখানে *স্বেচ্ছা* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির নিয়মে, বদ্ধ জীবকে তার কর্ম অনুসারে কোন বিশেষ প্রকার শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁকে প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য হতে হয় না; তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। সেটি হচ্ছে পার্থক্য। বদ্ধ জীবকে তার কর্ম অনুসারে এবং দৈবের বিধান অনুসারে শূকর আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন বরাহরূপে অবতরণ করেন, তখন তাঁর সেই রূপ কোন সাধারণ পশু শূকরের রূপ নয়। তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাব আমাদের অচিন্ত্য। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অভক্তদের বিনাশ করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। ভক্তের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও একজন সাধারণ মানুষরূপে অথবা পশুরূপে আবির্ভূত হন না; তাঁর বরাহমূর্তি অথবা হয়গ্রীব-মূর্তি বা কূর্মমূর্তি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে, *আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভিঃ*—কখনও ভ্রান্তিবশত ভগবানের অবতারকে একজন সাধারণ মানুষ অথবা পশুর জন্ম গ্রহণের মতো বলে মনে করা উচিত নয়। সাধারণ বদ্ধ জীবদের, তা সে পশুই হোক, মানুষ হোক অথবা দেবতা হোক, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দেহ ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করা অপরাধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের কৃষ্ণ-অপরাধী বলে নিন্দা করেছেন, কারণ তারা মনে করে, ভগবান এবং বদ্ধ জীবেরা এক।

নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন ভগবানের লীলার ধ্যান করতে, যা ভগবানের রূপের ধ্যানেরই তুল্য। ভগবানের রূপের ধ্যান করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই হরি, গোবিন্দ, নারায়ণ আদি ভগবানের বিভিন্ন নাম কীর্তন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই যুগে আমাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য। শাস্ত্রের বর্ণনায় সেই মহামন্ত্র হচ্ছে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

শ্লোক ৫৮

পরিচর্যা ভগবতো যাবত্যঃ পূর্বসেবিতাঃ ।
তা মন্ত্রহৃদয়েনৈব প্রযুঞ্জ্যান্মন্ত্রমূর্তয়ে ॥ ৫৮ ॥

পরিচর্যাঃ—সেবা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যাবত্যঃ**—নির্দেশ অনুসারে; **পূর্ব-সেবিতাঃ**—পূর্বতন আচার্যদের দ্বারা উপদিষ্ট অথবা কৃত; **তাঃ**—সেই; **মন্ত্র**—মন্ত্র; **হৃদয়েন**—হৃদয়ে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **প্রযুঞ্জ্যাৎ**—পূজা করা উচিত; **মন্ত্র-মূর্তয়ে**—যিনি মন্ত্র থেকে অভিন্ন।

অনুবাদ

নির্দিষ্ট উপচার সহকারে কিভাবে ভগবানের আরাধনা করা উচিত, সেই সম্পর্কে পূর্বতন ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত, অথবা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মন্ত্র থেকে অভিন্ন ভগবানকে মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা পূজা করা উচিত।

তাৎপর্য

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি নির্দিষ্ট উপচারের দ্বারা ভগবানের স্বরূপের আরাধনা করার আয়োজন না করতে পারেন, তা হলে তিনি কেবল ভগবানের স্বরূপের ধ্যান করে এবং মানসে শাস্ত্রবর্ণিত সমস্ত উপচার, যথা—ফুল, চন্দন, শঙ্খ, ছত্র, ব্যজন, চামর ইত্যাদি নিবেদন করে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়* উচ্চারণ করে ধ্যানের মাধ্যমে তা নিবেদন করতে হয়। যেহেতু মন্ত্র এবং পরমেশ্বর ভগবান অভিন্ন, তাই উপচারগুলি না থাকলেও মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের স্বরূপের আরাধনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে মানসে ভগবানের পূজায় নিরত ব্রাহ্মণের কাহিনীটি বিবেচনা করা যায়। উপচারগুলি না থাকলেও মানসে সেইগুলির চিন্তা করে, মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে তা নিবেদন করা যায়। ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই উদার এবং সুবিধাজনক।

শ্লোক ৫৯-৬০

এবং কায়েন মনসা বচসা চ মনোগতম্ ।
পরিচর্যমাণো ভগবান্ ভক্তিমৎপরিচর্যয়া ॥ ৫৯ ॥
পুংসামমায়িনাং সম্যগ্‌ভজতাং ভাববর্ধনঃ ।
শ্রেয়ো দিশত্যভিমতং যদ্ধর্মাদিষু দেহিনাম্ ॥ ৬০ ॥

এবম্—এইভাবে; **কায়েন**—দেহের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বচসা**—বাণীর দ্বারা; **চ**—ও; **মনঃ-গতম্**—কেবল ভগবানের কথা চিন্তা করে; **পরিচর্যমাণঃ**—ভগবানের সেবায় যুক্ত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তি-মৎ**—ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসারে;

পরিচর্যয়া—ভগবানের আরাধনার দ্বারা; **পুংসাম্**—ভক্তের; **অমায়িনাম্**—একনিষ্ঠ এবং ঐকান্তিক; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **ভজতাম্**—ভগবানের সেবায় যুক্ত; **ভাব-বর্ধনঃ**—ভগবান, যিনি তাঁর ভক্তের আনন্দ বর্ধন করেন; **শ্রেয়ঃ**—চরণ লক্ষ্য; **দিশতি**—প্রদান করেন; **অভিমতম্**—বাসনা; **যৎ**—যেভাবে; **ধর্ম-আদিষু**—ধর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে; **দেহিনাম্**—বদ্ধ জীবের।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠা সহকারে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, এবং বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপে যুক্ত, ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে বরদান করেন। ভক্ত যদি জড় ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, তা হলে ভগবান তাঁকে তাঁর বাসনা অনুসারে সেই ফল প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, তা সম্পাদন করার ফলে, যে-কোন ব্যক্তি ভগবানের কাছ থেকে তাঁর যা ইচ্ছা তাই লাভ করতে পারেন। বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট, এবং তাই তারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করে।

শ্লোক ৬১

বিরক্তশ্চেন্দ্রিয়রতৌ ভক্তিযোগেন ভূয়সা ।
তং নিরন্তরভাবেন ভজেতাদ্ধা বিমুক্তয়ে ॥ ৬১ ॥

বিরক্তঃ চ—সম্পূর্ণরূপে বৈরাগ্যময় জীবন; **ইন্দ্রিয়-রতৌ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়ে; **ভক্তি-যোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **ভূয়সা**—অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে; **তম্**—তাঁকে (পরমেশ্বরকে); **নিরন্তর**—নিরন্তর, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা; **ভাবেন**—দিব্য আনন্দের সর্বোচ্চ স্তরে; **ভজেত**—আরাধনা করা অবশ্য কর্তব্য; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **বিমুক্তয়ে**—মুক্তির জন্য।

অনুবাদ

কেউ যদি মুক্তি লাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হন, তা হলে তাঁর পক্ষে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবাবিষ্ট হয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে অবশ্যই দূরে থাকা উচিত।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য অনুসারে, বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তির সিদ্ধির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সাধারণত মানুষেরা হচ্ছে কর্মী, কারণ তারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্যকলাপে যুক্ত। কর্মীদের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন জ্ঞানী, যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। যোগীরা তাঁদের থেকেও উন্নত, কারণ তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন। আর তাঁদেরও ঊর্ধ্বে হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত, যিনি কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবাতেই যুক্ত, তিনি দিব্য ভাবের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত।

এখানে ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের কোন বাসনা থাকে, তা হলে তিনি যেন সরাসরিভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। অপবর্গ বা মুক্তির পন্থা শুরু হয় মোক্ষের স্তর থেকে। এই শ্লোকে *বিমুক্তয়ে* শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি এই জড় জগতে সুখী হতে চান, তা হলে তিনি বিভিন্ন উচ্চতর লোকে যাওয়ার অভিলাষ করতে পারেন, যেখানকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের মান অনেক উন্নত স্তরের, কিন্তু প্রকৃত মোক্ষ সম্পাদিত হয় এই প্রকার কোন বাসনা ব্যতীত। সেই কথা বিশ্লেষণ করে *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* বলা হয়েছে *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*, 'ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনারহিত'। যাঁরা তা সত্ত্বেও জড়-জাগতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে অথবা বিভিন্ন লোকে সুখভোগ করতে চান, তাঁদের জন্য ভক্তিযোগের মাধ্যমে মুক্তির উপদেশ দেওয়া হয়নি। যাঁরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, তাঁরাই কেবল অত্যন্ত শুদ্ধভাবে ভক্তিযোগ বা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে পারেন। ধর্ম, অর্থ এবং কাম পর্যন্ত চতুর্বর্গের পন্থা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য, কিন্তু কেউ যখন মোক্ষ বা নির্বিশেষ মুক্তির স্তরে আসেন, তখন তিনি ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চান। কিন্তু সেটিও এক প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। কিন্তু কেউ যখন মুক্তির স্তর অতিক্রম করেন, তখন তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের জন্য ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করেন। সেটিকে বলা হয় বিমুক্তি। সেই বিশেষ বিমুক্তির জন্য নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৬২

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ নৃপার্ভকঃ ।
যযৌ মধুবনং পুণ্যং হরেশ্চরণচর্চিতম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত; **তম্**—তাঁকে (নারদ মুনিকে); **পরিক্রম্য**—পরিক্রমা করে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **চ**—ও; **নৃপ-অর্ভকঃ**—রাজকুমার; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **মধুবনম্**—বৃন্দাবনে মধুবন নামক বনে; **পুণ্যম্**—পবিত্র এবং কল্যাণজনক; **হরেঃ**—ভগবানের; **চরণ-চর্চিতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিহ্নসমন্বিত।

অনুবাদ

রাজপুত্র ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট হলেন, তখন তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনিকে পরিক্রমা করে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হওয়ার ফলে, বিশেষভাবে পবিত্র সেই মধুবনের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

তপোবনং গতে তস্মিন্প্রবিষ্টোঽন্তঃপুরং মুনিঃ ।
অর্হিতার্হণকো রাজ্ঞা সুখাসীন উবাচ তম্ ॥ ৬৩ ॥

তপঃ-বনম্—যে বনে ধ্রুব মহারাজ তপস্যা করেছিলেন; **গতে**—গিয়ে; **তস্মিন্**—সেখানে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে; **অন্তঃ-পুরম্**—অন্তঃপুরে; **মুনিঃ**—মহামুনি নারদ; **অর্হিত**—পূজিত হয়ে; **অর্হণকঃ**—শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের দ্বারা; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **সুখ-আসীনঃ**—যখন তিনি আরামপূর্বক আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; **উবাচ**—বলেছিলেন; **তম্**—তাঁকে (রাজাকে)।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য মধুবনে গিয়েছিলেন, তখন নারদ মুনি প্রাসাদে রাজা কিভাবে আছেন তা দেখতে যেতে মনস্থ করেছিলেন। নারদ মুনি যখন সেখানে গেলেন, তখন রাজা তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সুখে আসনে উপবিষ্ট হয়ে নারদ মুনি বলেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

নারদ উবাচ

রাজন্ কিং ধ্যায়সে দীর্ঘং মুখেন পরিশুষ্যতা ।
কিং বা ন রিষ্যতে কামো ধর্মো বার্থেন সংযুতঃ ॥ ৬৪ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বলেছিলেন; **রাজন্**—হে মহারাজ; **কিম্**—কি; **ধ্যায়সে**—চিন্তা করছেন; **দীর্ঘম্**—অত্যন্ত গভীরভাবে; **মুখেন**—আপনার মুখ; **পরিশুষ্যতা**—যেন শুকিয়ে গেছে; **কিম্ বা**—অথবা; **ন**—না; **রিষ্যতে**—হারিয়ে গেছে; **কামঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **ধর্মঃ**—ধর্মানুষ্ঠান; **বা**—অথবা; **অর্থেন**—অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারা; **সংযুতঃ**—সহ।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহারাজ! আপনার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক বলে মনে হচ্ছে, এবং আপনি যেন দীর্ঘকাল ধরে কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু কেন এই অবস্থা হয়েছে? আপনার ধর্ম অনুষ্ঠানে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অথবা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে কি কোন বাধা সৃষ্টি হয়েছে?

তাৎপর্য

মানব জীবনের উন্নতির চারটি স্তর হচ্ছে—ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং কারও ক্ষেত্রে, মুক্তি। নারদ মুনি রাজার কাছে মুক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেননি, কেবল রাজ্য শাসন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যা ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের উন্নতি সাধনের জন্য। যেহেতু এই প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিরা মুক্তির বিষয়ে আগ্রহী নন, তাই নারদ মুনি রাজার কাছে সেই সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করেননি। মুক্তি কেবল তাঁদেরই জন্য, যাঁরা ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছেন।

শ্লোক ৬৫

রাজোবাচ

সুতো মে বালকো ব্রহ্মন্ স্ত্রৈণেনাকরুণাত্মনা ।
নির্বাসিতঃ পঞ্চবর্ষঃ সহ মাত্রা মহান্‌কবিঃ ॥ ৬৫ ॥

রাজা উবাচ—রাজা উত্তর দিলেন; **সুতঃ**—পুত্র; **মে**—আমার; **বালকঃ**—অল্পবয়স্ক বালক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **স্ত্রৈণেন**—স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তির; **অকরুণা-আত্মনা**—অত্যন্ত কঠোর হৃদয় এবং নির্দয়; **নির্বাসিতঃ**—নির্বাসিত; **পঞ্চ-বর্ষঃ**—মাত্র পঞ্চবর্ষীয় বালক হওয়া সত্ত্বেও; **সহ**—সহ; **মাত্রা**—মাতা; **মহান্**—মহাত্মা; **কবিঃ**—ভক্ত।

অনুবাদ

রাজা উত্তর দিলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত স্ত্রৈণ, এবং আমি এতই অধঃপতিত যে, আমি আমার পঞ্চবর্ষীয় বালকের প্রতিও অত্যন্ত নির্দয় হয়েছি। সে যদিও একজন মহাত্মা এবং ভগবানের এক মহান ভক্ত, তবুও তার মাতা সহ তাকে আমি নির্বাসিত করেছি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কয়েকটি বিশেষ শব্দ রয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে বোঝা উচিত। রাজা বলেছেন, যেহেতু তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাই তিনি নির্দয় হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফল। রাজার দুই পত্নী ছিলেন; প্রথম পত্নী সুনীতি এবং দ্বিতীয় পত্নী সুরুচি। তিনি তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, তাই তিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি যথাযথভাবে আচরণ করতে পারেননি। সেটি ছিল তপস্যা করার জন্য ধ্রুব মহারাজের গৃহ ত্যাগের কারণ। যদিও রাজা একজন পিতারূপে তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তবুও তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজের প্রতি তাঁর স্নেহ হ্রাস পেয়েছিল। এখন ধ্রুব মহারাজ এবং তাঁর মাতা সুনীতি, যাঁরা এক প্রকার গৃহ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য তিনি অনুতাপ করছেন। ধ্রুব মহারাজ বনে গিয়েছিলেন, এবং যেহেতু তাঁর মাতা রাজা কর্তৃক অবহেলিত হয়েছিলেন, তাই তিনিও প্রায় নির্বাসিতই ছিলেন। রাজা তাঁর পঞ্চবর্ষীয় পুত্র ধ্রুবকে নির্বাসিত করার ফলে অনুতাপ করছিলেন। পিতার পক্ষে কখনই তাঁর পুত্র অথবা পত্নীকে নির্বাসিত করা অথবা তাঁদের ভরণপোষণে অবহেলা করা উচিত নয়। তাঁদের উভয়ের প্রতি অবহেলা করার ফলে, তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এবং তাঁর মুখ শুষ্ক বলে মনে হয়েছিল। *মনু-স্মৃতি* অনুসারে, কখনও পত্নী এবং সন্তানদের পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যদি পত্নী এবং সন্তানেরা অবাধ্য হয় এবং গৃহস্থ-জীবনের বিধিগুলি অনুসরণ না করে, তা হলে কখনও কখনও তাদের পরিত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিল না, কারণ ধ্রুব মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত শিষ্ট এবং বাধ্য। অধিকন্তু, তিনি ছিলেন ভগবানের একজন মহান ভক্ত। এই প্রকার ব্যক্তিকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়, তবুও তাঁকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি এখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছেন।

শ্লোক ৬৬

অপ্যনাথং বনে ব্রহ্মন্মাস্মাদন্ত্যর্ভকং বৃকাঃ ।
শ্রান্তং শয়ানং ক্ষুধিতং পরিম্লানমুখাম্বুজম্ ॥ ৬৬ ॥

অপি—নিশ্চিতভাবে; **অনাথম্**—অরক্ষিত; **বনে**—বনে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **মা**—নয় কি; **স্ম**—করেনি; **অদন্তি**—ভক্ষণ করেছে; **অর্ভকম্**—অসহায় বালককে; **বৃকাঃ**—নেকড়ে বাঘ; **শ্রান্তম্**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **শয়ানম্**—শয়ন করেছে; **ক্ষুধিতম্**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **পরিম্লান**—শুষ্ক; **মুখ-অম্বুজম্**—পদ্মসদৃশ মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! আমার পুত্রের মুখমণ্ডল ঠিক একটি পদ্মফুলের মতো। আমি তার বিপজ্জনক অবস্থার কথা চিন্তা করছি। সে অরক্ষিত, এবং সে হয়তো অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। বনের কোথাও সে হয়তো শুয়ে আছে এবং নেকড়েরা তাকে খাওয়ার জন্য হয়তো আক্রমণ করেছে।

শ্লোক ৬৭

অহো মে বত দৌরাত্ম্যং স্ত্রীজিতস্যোপধারয় ।
যোঽঙ্কং প্রেম্ণারুরুক্ষন্তং নাভ্যনন্দমসত্তমঃ ॥ ৬৭ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **বত**—নিশ্চিতভাবে; **দৌরাত্ম্যম্**—নিষ্ঠুরতা; **স্ত্রী-জিতস্য**—স্ত্রীর বশীভূত; **উপধারয়**—এই বিষয়ে আমার কথা একটু চিন্তা করুন; **যঃ**—যে; **অঙ্কম্**—কোলে; **প্রেম্ণা**—প্রেমের বশে; **আরুরুক্ষন্তম্**—উঠতে চেষ্টা করে; **ন**—না; **অভ্যনন্দম্**—যথাযথ আদর; **অসৎ-তমঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

অনুবাদ

হায়! ভেবে দেখুন আমি আমার স্ত্রীর কত বশীভূত! আমার নিষ্ঠুরতার কথা একটু কল্পনা করুন! প্রেমবশে আমার সেই সুপুত্র আমার কোলে ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে আদর করিনি, এমন কি ক্ষণিকের জন্যও আমি তাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিনি। ভেবে দেখুন আমি কত নির্দয়!

শ্লোক ৬৮

নারদ উবাচ

মা মা শুচঃ স্বতনয়ং দেবগুপ্তং বিশাম্পতে ।
তৎপ্রভাবমবিজ্ঞায় প্রাবৃঙ্‌ক্তে যদ্‌যশো জগৎ ॥ ৬৮ ॥

নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **মা**—করো না; **মা**—করো না; **শুচঃ**—শোক; **স্ব-তনয়ম্**—আপনার পুত্রের; **দেব-গুপ্তম্**—ভগবান কর্তৃক রক্ষিত; **বিশাম্-পতে**—হে মানব-সমাজের প্রভু; **তৎ**—তার; **প্রভাবম্**—প্রভাব; **অবিজ্ঞায়**—অজ্ঞাত; **প্রাবৃঙ্‌ক্তে**—পরিব্যাপ্ত; **যৎ**—যার; **যশঃ**—কীর্তি; **জগৎ**—সারা জগৎ জুড়ে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ উত্তর দিলেন—হে রাজন্! আপনি আপনার পুত্রের জন্য শোক করবেন না। সে পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পূর্ণরূপে রক্ষিত। আপনি যদিও তার প্রভাব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নন, কিন্তু তার কীর্তি ইতিমধ্যে সারা জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

তাৎপর্য

কখনও কখনও আমরা যখন শুনি যে, কোন মহান ঋষি বা ভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য অথবা ধ্যান করার জন্য বনে গিয়েছেন, তখন আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হই—সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত হয়ে বনে থাকা কি করে সম্ভব? সেই প্রশ্নের উত্তরে মহান আচার্য নারদ মুনি বলেছেন যে, তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হন। শরণাগতি বা আত্ম-সমর্পণের অর্থ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান যে শরণাগত আত্মাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, সেই সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা। তাই ভগবদ্ভক্ত কখনই নিঃসঙ্গ বা অরক্ষিত নন। ধ্রুব মহারাজের স্নেহপরায়ণ পিতা মনে করেছিলেন যে, তাঁর পাঁচ বছর বয়স্ক শিশু-পুত্রটি হয়তো বনে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে, কিন্তু নারদ মুনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "আপনার পুত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আপনার যথাযথ ধারণা নেই।" এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন স্থানে কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তিনি কখনই অরক্ষিত থাকেন না।

শ্লোক ৬৯

সুদুষ্করং কর্ম কৃত্বা লোকপালৈরপি প্রভুঃ ।
ঐষ্যত্যচিরতো রাজন্ যশো বিপুলয়ংস্তব ॥ ৬৯ ॥

সু-দুষ্করম্—অসম্ভব; **কর্ম**—কার্য; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠান করে; **লোক-পালৈঃ**—মহাপুরুষদের দ্বারা; **অপি**—ও; **প্রভুঃ**—সুযোগ্য; **ঐষ্যতি**—ফিরে আসবে; **অচিরতঃ**—শীঘ্রই; **রাজন্**—হে রাজন্; **যশঃ**—কীর্তি; **বিপুলয়ন্**—বিস্তার করবে; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার পুত্র অত্যন্ত সুযোগ্য। সে এমন কার্য সম্পাদন করবে, যা মহান রাজা এবং ঋষিদের পক্ষেও অসম্ভব। অচিরেই সে তার কার্য সম্পাদন করে গৃহে ফিরে আসবে। আপনি জেনে রাখুন যে, সে সারা জগৎ জুড়ে আপনার যশও বিস্তার করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ধ্রুব মহারাজকে নারদ মুনি প্রভু বলে বর্ণনা করেছেন। এই শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবকে প্রভুপাদ বলে সম্বোধন করা হয়। *প্রভু* মানে হচ্ছে 'পরমেশ্বর ভগবান' এবং *পাদ* মানে হচ্ছে 'পদ'। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে শ্রীগুরুদেব পরমেশ্বর ভগবানের স্থান গ্রহণ করেন, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। ধ্রুব মহারাজকেও এখানে প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন একজন বৈষ্ণব আচার্য। প্রভু শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ের স্বামী', ঠিক *স্বামী* শব্দটির মতো। এখানে আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *সুদুষ্করম্*, 'যা করা অত্যন্ত কঠিন'। ধ্রুব মহারাজ কি কার্য গ্রহণ করেছিলেন? জীবনের সব চাইতে কঠিন কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা, এবং ধ্রুব মহারাজ তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ধ্রুব মহারাজ চঞ্চল ছিলেন না; তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং সেই কার্য সম্পাদন করার পরেই কেবল তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন। অতএব প্রতিটি ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, এই জীবনেই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য সাধন।

শ্লোক ৭০

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি দেবর্ষিণা প্রোক্তং বিশ্রুত্য জগতীপতিঃ ।
রাজলক্ষ্মীমনাদৃত্য পুত্রমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৭০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দেবর্ষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—কথিত হয়ে; **বিশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **জগতী-পতিঃ**—রাজা; **রাজ-লক্ষ্মীম্**—তাঁর বিশাল রাজ্যের ঐশ্বর্য; **অনাদৃত্য**—অবহেলা করে; **পুত্রম্**—তাঁর পুত্রকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অন্বচিন্তয়ৎ**—চিন্তা করতে লাগলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—নারদ মুনির দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে, রাজা উত্তানপাদ তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যময় রাজ্যের সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করে, কেবল তাঁর পুত্র ধ্রুবের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৭১

তত্রাভিষিক্তঃ প্রযতস্তামুপোষ্য বিভাবরীম্ ।
সমাহিতঃ পর্যচরদৃষ্যাদেশেন পূরুষম্ ॥ ৭১ ॥

তত্র—তার পর; **অভিষিক্তঃ**—স্নান করে; **প্রযতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **তাম্**—তা; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **বিভাবরীম্**—রাত্রি; **সমাহিতঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে; **পর্যচরৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **ঋষি**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **আদেশেন**—উপদেশ অনুসারে; **পূরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

এদিকে ধ্রুব মহারাজ মধুবনে পৌঁছে, যমুনা নদীতে স্নান করেছিলেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে সেই রাত্রে উপবাস করেছিলেন। তার পর দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বিশেষ শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর গুরুদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে আচরণ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্বক শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের উপায়। সিদ্ধি লাভের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা কেউ যদি গুরুদেবের উপদেশ পালন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করবেন।

গুরুদেবের আদেশ কিভাবে পালন করা যায়, সেটিই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত। গুরুদেব তাঁর প্রতিটি শিষ্যকে বিশেষ আদেশ প্রদানে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং শিষ্য যদি গুরুদেবের আদেশ পালন করে, তা হলে সেটিই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের পন্থা।

শ্লোক ৭২

ত্রিরাত্রান্তে ত্রিরাত্রান্তে কপিত্থবদরাশনঃ ।
আত্মবৃত্ত্যনুসারেণ মাসং নিন্যেঽর্চয়ন্হরিম্ ॥ ৭২ ॥

ত্রি—তিন; **রাত্র-অন্তে**—রাত্রি অতিবাহিত হলে; **ত্রি**—তিন; **রাত্র-অন্তে**—রাত্রির পর; **কপিত্থ-বদর**—কপিত্থ এবং বদর ফল; **অশনঃ**—আহার করে; **আত্ম-বৃত্তি**—কেবল দেহ ধারণের জন্য; **অনুসারেণ**—আবশ্যকতা অনুসারে বা ন্যূনতম; **মাসম্**—এক মাস; **নিন্যে**—অতিবাহিত হয়; **অর্চয়ন্**—আরাধনা করে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

প্রথম মাসে ধ্রুব মহারাজ কেবল তাঁর দেহ ধারণের জন্য, প্রতি তিন দিন অন্তর কেবল কপিত্থ এবং বদরী ফল ভক্ষণ করেন। এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় উন্নতি সাধন করতে থাকেন।

তাৎপর্য

কপিত্থ এক প্রকার ফল, যাকে প্রচলিত বাংলায় বলা হয় কয়েতবেল। মানুষ সাধারণত এই ফলটি খায় না; এটি বনের বানরদের খাদ্য। ধ্রুব মহারাজ কিন্তু কেবল তাঁর শরীর ধারণের জন্য এই প্রকার ফলই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোন রকম সুস্বাদু আহারের অন্বেষণ করেননি। দেহ ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু ভক্তের পক্ষে তাঁর রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের জন্য আহার করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, শরীর সুস্থ রাখার জন্য কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আহার করা উচিত, ভোগবিলাসিতার জন্য নয়। ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন একজন আচার্য, এবং কঠোর তপস্যা করে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা উচিত। ধ্রুব মহারাজের ভক্তি আমাদের সাবধানতার সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত; তিনি যে কত কষ্টে তাঁর দিন অতিবাহিত করেছিলেন তা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করা হবে। আমাদের সব

সময় মনে রাখা উচিত যে, ভগবানের ভক্ত হওয়া সহজ কার্য নয়, কিন্তু এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি উদার উপদেশগুলিও পালন না করি, তা হলে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের আশা আমরা কিভাবে করতে পারি? এই যুগে ধ্রুব মহারাজের মতো তপস্যা করা সম্ভব নয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির বিধিগুলি পালন করা অবশ্য কর্তব্য; গুরুদেবের আদিষ্ট বিধি-নিষেধগুলি কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়, কারণ সেইগুলি পালন করার ফলে, বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবদ্ভক্তির পন্থা সরল হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে, কেবল চারটি নিয়ম পালন করে প্রতিদিন ষোল মালা জপ করতে আমরা বলি, এবং রসনা তৃপ্তির জন্য বিলাসবহুল আহার না করে, ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করতে বলি। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা উপবাস করছি বলে ভগবানকেও উপবাস করতে হবে। ভগবানকে যথাসাধ্য সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করতে হবে। কিন্তু আমরা সব সময় চেষ্টা করব আমাদের জিহ্বার তৃপ্তিসাধন না করার। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে, যতদূর সম্ভব সাদাসিধে আহার করতে হবে।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ধ্রুব মহারাজের তুলনায় আমরা অত্যন্ত নগণ্য। আত্ম-উপলব্ধির জন্য ধ্রুব মহারাজ যা করেছিলেন তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই যুগের জন্য বিশেষ সুবিধা লাভ করেছি, তাই আমাদের অন্তত সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তির নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন করা না হলে, আমাদের উদ্দেশ্য কখনই সাধন হবে না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্রুব মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, কারণ তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত ছিলেন। এই জীবনেই ভগবদ্ভক্তির কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত; আমাদের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরবর্তী জীবনের প্রতীক্ষা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৭৩

দ্বিতীয়ং চ তথা মাসং ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽর্ভকো দিনে ।
তৃণপর্ণাদিভিঃ শীর্ণৈঃ কৃতান্নোঽভ্যর্চয়ন্বিভুম্ ॥ ৭৩ ॥

দ্বিতীয়ম্—পরবর্তী মাসে; **চ**—ও; **তথা**—উপরোক্ত বিধি অনুসারে; **মাসম্**—মাস; **ষষ্ঠে ষষ্ঠে**—প্রতি ছয় দিন অন্তর; **অর্ভকঃ**—নিরীহ বালক; **দিনে**—দিনে; **তৃণ-পর্ণ-আদিভিঃ**—ঘাস এবং পাতা; **শীর্ণৈঃ**—শুষ্ক; **কৃত-অন্নঃ**—অন্নরূপে; **অভ্যর্চয়ন্**—এইভাবে আরাধনা করতে থাকে; **বিভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য।

অনুবাদ

দ্বিতীয় মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রতি ছয় দিন অন্তর কেবল শুষ্ক তৃণ এবং পত্র আহার করতে থাকেন। এইভাবে তিনি ভগবানের আরাধনা করতে থাকেন।

শ্লোক ৭৪

তৃতীয়ং চানয়ন্মাসং নবমে নবমেঽহনি ।
অব্ভক্ষ উত্তমশ্লোকমুপাধাবৎসমাধিনা ॥ ৭৪ ॥

তৃতীয়ম্—তৃতীয় মাসে; **চ**—ও; **আনয়ন্**—অতিবাহিত হলে; **মাসম্**—এক মাস; **নবমে নবমে**—প্রতি নবম; **অহনি**—দিনে; **অপ্-ভক্ষঃ**—কেবল জল পান করে; **উত্তম-শ্লোকম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে, যিনি সুন্দরভাবে মনোনীত শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন; **উপাধাবৎ**—পূজিত; **সমাধিনা**—সমাধিতে।

অনুবাদ

তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিন অন্তর তিনি কেবল জলপান করেছিলেন। এইভাবে পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন হয়ে, তিনি উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৭৫

চতুর্থমপি বৈ মাসং দ্বাদশে দ্বাদশেঽহনি ।
বায়ুভক্ষো জিতশ্বাসো ধ্যায়ন্দেবমধারয়ৎ ॥ ৭৫ ॥

চতুর্থম্—চতুর্থ; **অপি**—ও; **বৈ**—এইভাবে; **মাসম্**—মাসে; **দ্বাদশে দ্বাদশে অহনি**—প্রতি বারো দিন অন্তর; **বায়ু**—বায়ু; **ভক্ষঃ**—আহার করে; **জিত-শ্বাসঃ**—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অধারয়ৎ**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

চতুর্থ মাসে ধ্রুব মহারাজ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি কেবল প্রতি বারো দিন অন্তর শ্বাসগ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্যানমগ্ন হয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ৭৬

পঞ্চমে মাস্যনুপ্রাপ্তে জিতশ্বাসো নৃপাত্মজঃ ।
ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পদৈকেন তস্থৌ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চমে—পঞ্চম; **মাসি**—মাসে; **অনুপ্রাপ্তে**—স্থিত হয়ে; **জিত-শ্বাসঃ**—এবং তাঁর শ্বাস পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে; **নৃপ-আত্মজঃ**—রাজপুত্র; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ব্রহ্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **পদা-একেন**—এক পায়ে; **তস্থৌ**—দাঁড়িয়ে ছিলেন; **স্থাণুঃ**—ঠিক একটি স্তম্ভের মতো; **ইব**—মতো; **অচলঃ**—নিশ্চলভাবে।

অনুবাদ

পঞ্চম মাসে, রাজপুত্র ধ্রুব তাঁর শ্বাস এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যে, তিনি একটি স্তম্ভের মতো নিশ্চলভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে পরব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করেছিলেন।

শ্লোক ৭৭

সর্বতো মন আকৃষ্য হৃদি ভূতেন্দ্রিয়াশয়ম্ ।
ধ্যায়ন্ভগবতো রূপং নাদ্রাক্ষীৎকিঞ্চনাপরম্ ॥ ৭৭ ॥

সর্বতঃ—সর্বতোভাবে; **মনঃ**—মন; **আকৃষ্য**—একাগ্র করে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ভূত-ইন্দ্রিয়-আশয়ম্**—ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের আশ্রয়; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **রূপম্**—রূপ; **ন অদ্রাক্ষীৎ**—দেখেননি; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **অপরম্**—অন্য।

অনুবাদ

তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইন্দ্রিয়সকল ও তাদের বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, এবং এইভাবে তাঁর মনকে অন্য কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হতে দিয়ে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপে একাগ্র করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্যানের যৌগিক তত্ত্ব এখানে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অন্য কোন বিষয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত হতে না দিয়ে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপে স্থির করতে হয়। এমন

নয় যে, কোন নিরাকার বস্তুতে মনকে একাগ্রীভূত করা যায় অথবা ধ্যান করা যায়। সেই চেষ্টা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র, কেননা তাতে কেবল অনর্থক ক্লেশই লাভ হয়, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৭৮

আধারং মহদাদীনাং প্রধানপুরুষেশ্বরম্ ।
ব্রহ্ম ধারয়মাণস্য ত্রয়ো লোকাশ্চকম্পিরে ॥ ৭৮ ॥

আধারম্—আশ্রয়; **মহৎ-আদীনাম্**—সমস্ত জড় উপাদানের আদি উৎস মহত্তত্ত্ব; **প্রধান**—মুখ্য; **পুরুষ-ঈশ্বরম্**—সমস্ত জীবের প্রভু; **ব্রহ্ম**—পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান; **ধারয়মাণস্য**—হৃদয়ে ধারণ করে; **ত্রয়ঃ**—ত্রিভুবন; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **চকম্পিরে**—কম্পিত হতে শুরু করেছিল।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন এইভাবে সমগ্র জড় সৃষ্টির আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের প্রভু ভগবানকে ধারণ করেছিলেন, তখন ত্রিভুবন কম্পিত হতে শুরু করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ব্রহ্ম* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্মন্* শব্দের অর্থ কেবল বৃহত্তমই নয়, অধিকন্তু যার অন্তহীনভাবে বিস্তৃত হওয়ার শক্তি রয়েছে। তা হলে ধ্রুব মহারাজের পক্ষে ব্রহ্মকে তাঁর হৃদয় অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করা কি করে সম্ভব হয়েছিল? সেই প্রশ্নটির উত্তর শ্রীল জীব গোস্বামী খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মের উৎস। যেহেতু জড় এবং চেতন সব কিছুই তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাই কোন কিছুই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। *ভগবদ্গীতাতেও* পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, "আমি হচ্ছি ব্রহ্মের আশ্রয়।" বহু মানুষ, বিশেষ করে মায়াবাদীরা ব্রহ্মকে মহত্তম, সর্বব্যাপক বলে মনে করে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে এবং *ভগবদ্গীতা* আদি অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন ব্রহ্মের আশ্রয়, ঠিক যেমন সূর্যকিরণের আশ্রয় হচ্ছে সূর্যগোলক। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবানের চিন্ময় রূপ যেহেতু সমস্ত মহত্ত্বের বীজ, তাই তিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। যেহেতু ধ্রুব মহারাজের হৃদয়ে পরমব্রহ্ম অবস্থিত হয়েছিলেন, তাই তিনি গুরুতম থেকেও গুরুতর হয়েছিলেন, সেই জন্য ত্রিভুবনে এবং চিৎ-জগতেও সব কিছু কম্পিত হয়েছিল।

মহত্তত্ত্ব হচ্ছে সমস্ত জীব সহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের চরম পরিণতি। ব্রহ্ম এই মহত্তত্ত্বেরও আশ্রয়, সমস্ত জড় এবং জীব যার অন্তর্গত। এই সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *প্রধান* এবং *পুরুষ* উভয়েরই প্রভু। *প্রধান* মানে হচ্ছে আকাশ আদি সূক্ষ্ম বস্তু, এবং *পুরুষ* মানে হচ্ছে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ জীব, যারা সূক্ষ্ম জড় অস্তিত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে, তাদেরকে পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতিও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ উভয় প্রকৃতিরই নিয়ন্তা, তাই তিনি *প্রধান* এবং *পুরুষের* প্রভু। বৈদিক মন্ত্রেও পরমব্রহ্মকে *অন্তঃ-প্রবিষ্টঃ শাস্তা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। *ব্রহ্ম-স ংহিতাতেও* (৫/৩৫) তা প্রতিপন্ন হয়েছে। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডেই নয়, প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হয়েছেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/৪২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নম্*। সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর হৃদয়ে ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর সাহচর্যের ফলে, ধ্রুব মহারাজ সর্ব বৃহত্তম ব্রহ্মের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি সব চাইতে ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়েছিল। চরমে বলা যায় যে, যিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন, তিনি অনায়াসে তাঁর কার্যকলাপের দ্বারা সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ে অভিভূত করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে যোগের সিদ্ধি, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) প্রতিপন্ন হয়েছে। *যোগিনাম্ অপি সর্বেষাম্*—সমস্ত যোগীদের মধ্যে ভক্তিযোগী, যিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সাধারণ যোগীরা কোন আশ্চর্যজনক ভৌতিক কার্য প্রদর্শন করতে পারেন, যাকে বলা হয় অষ্টসিদ্ধি, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত সিদ্ধির অতীত এমন কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যার ফলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

শ্লোক ৭৯

যদৈকপাদেন সপার্থিবার্ভক-
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী ।
ননাম তত্রার্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ৭৯ ॥

যদা—যখন; **এক**—এক; **পাদেন**—পায়ে; **সঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **পার্থিব**—রাজার; **অর্ভকঃ**—বালক; **তস্থৌ**—দাঁড়িয়েছিলেন; **তৎ-অঙ্গুষ্ঠ**—তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠে; **নিপীড়িতা**—চাপের ফলে; **মহী**—পৃথিবী; **ননাম**—অবনত হয়েছিল; **তত্র**—তখন; **অর্ধম্**—অর্ধ; **ইভ-ইন্দ্র**—গজেন্দ্র; **ধিষ্ঠিতা**—স্থিত হয়ে; **তরী ইব**—নৌকার মতো; **সব্য-ইতরতঃ**—ডাইনে এবং বাঁয়ে; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে।

অনুবাদ

রাজপুত্র ধ্রুব যখন তাঁর এক পায়ের উপর অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠের পীড়নে নিপীড়িতা হয়ে ধরিত্রীর অর্ধাংশ অবনত হয়েছিল, ঠিক যেমন একটি হাতিকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার সময়, তার দক্ষিণ এবং বামপদ পরিবর্তনে নৌকাটি প্রকম্পিত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ পদটি হচ্ছে *পার্থিবার্ভকঃ*, অর্থাৎ রাজার পুত্র। ধ্রুব মহারাজ যখন গৃহে ছিলেন, তখন রাজার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পিতার কোলে উঠতে পারেননি। কিন্তু তিনি যখন আত্ম-উপলব্ধির মার্গে বা ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করেছিলেন, তখন তাঁর পায়ের আঙ্গুলের চাপে সারা পৃথিবীকে অবনত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে সাধারণ চেতনা এবং কৃষ্ণভাবনার মধ্যে পার্থক্য। সাধারণ চেতনায় একটি রাজার পুত্রকেও তাঁর পিতা কোন কিছু দিতে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন পূর্ণরূপে তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলের চাপে পৃথিবীকে পর্যন্ত অবনমিত করতে পারেন।

কেউ তর্ক করতে পারে, "ধ্রুব মহারাজ, যিনি তাঁর পিতার কোলে পর্যন্ত উঠতে পারেননি, তিনি কিভাবে সারা পৃথিবীকে অবনমিত করতে পেরেছিলেন?" বিজ্ঞ জনেরা কখনও এই প্রকার তর্কের গুরুত্ব দেন না। কারণ এই প্রকার যুক্তিকে বলা হয় *নগ্ন-মাতৃকা ন্যায়*। এই ন্যায় অনুসারে মনে করা যেতে পারে যে, যেহেতু মা তাঁর শৈশবে নগ্ন ছিলেন, তাই তিনি বড় হয়েও নগ্ন থাকবেন। ধ্রুব মহারাজের বিমাতা এইভাবে চিন্তা করে থাকতে পারেন—যেহেতু তিনি তাঁকে তাঁর পিতার কোলে উঠবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাই ধ্রুব সারা পৃথিবীকে অবনত করার মতো আশ্চর্যজনক কার্য কিভাবে সম্পাদন করতে পারেন? তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর হৃদয়ে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার ফলে, সারা পৃথিবীকে তাঁর পায়ের চাপে অবনত করতে পেরেছিলেন,

ঠিক যেমন নৌকায় করে একটি হাতিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার পায়ের চাপে নৌকাটি টলমল করতে থাকে, তখন তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮০

তস্মিন্নভিধ্যায়তি বিশ্বমাত্মনো
দ্বারং নিরুধ্যাসুমনন্যয়া ধিয়া ।
লোকা নিরুচ্ছ্বাসনিপীড়িতা ভৃশং
সলোকপালাঃ শরণং যযুর্হরিম্ ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্—ধ্রুব মহারাজ; **অভিধ্যায়তি**—পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে যখন ধ্যান করছিলেন; **বিশ্বম্ আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ শরীর; **দ্বারম্**—ছিদ্র; **নিরুধ্য**—রোধ করে; **অসুম্**—প্রাণবায়ু; **অনন্যয়া**—অবিচলিতভাবে; **ধিয়া**—ধ্যান; **লোকাঃ**—সমস্ত লোকসমূহ; **নিরুচ্ছ্বাস**—শ্বাসরোধ করে; **নিপীড়িতাঃ**—এইভাবে রুদ্ধশ্বাস হওয়ায়; **ভৃশম্**—অতি শীঘ্র; **স-লোক-পালাঃ**—বিভিন্ন লোকের সমস্ত মহান দেবতাগণ; **শরণম্**—আশ্রয়; **যযুঃ**—নিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন তাঁর পূর্ণ একাগ্রতার প্রভাবে, সমগ্র চেতনার উৎস ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো ভারী হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করার ফলে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র লোকের সমস্ত মহান দেবতারা এইভাবে রুদ্ধশ্বাস হওয়ার ফলে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কয়েক শত মানুষ যখন বিমানে বসে থাকে, যদিও তারা ব্যষ্টি, তবুও তারা প্রত্যেকেই বিমানের সমষ্টিগত শক্তির অংশীদার, যা ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল বেগে উড়ে চলে; তেমনই একক শক্তি যখন পূর্ণ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন একক শক্তিও পূর্ণ শক্তিরই মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে, সমগ্র গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর চাপে সমগ্র পৃথিবী অবনমিত হয়েছিল। অধিকন্তু, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে, তাঁর একক শরীরটি ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শরীরে পরিণত হয়েছিল। এইভাবে তিনি যখন তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের উপর দৃঢ়ভাবে একাগ্রীভূত করার জন্য তাঁর দেহের দ্বারগুলি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের

সমস্ত জীবেরা, এমন কি মহান দেবতারা পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন যে, তাঁদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁরা কি যে হচ্ছে তা বুঝতে না পেরে, পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর দেহের রন্ধ্রগুলি বন্ধ করার মাধ্যমে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাসরন্ধ্র রুদ্ধ করার যে দৃষ্টান্তটি আমরা ধ্রুব মহারাজের মাধ্যমে এখানে পাচ্ছি, তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর ভক্তির দ্বারা সারা বিশ্বের সমস্ত জীবেদের ভগবদ্ভক্ত হতে প্রভাবিত করতে পারেন। শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত কেবল একজন শুদ্ধ ভক্তই সমগ্র বিশ্বের চেতনাকে কৃষ্ণভাবনায় পরিবর্তিত করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজের চরিত্র অধ্যয়ন করলে, সেই কথা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ৮১

দেবা ঊচুঃ
নৈবং বিদামো ভগবন্ প্রাণরোধং
চরাচরস্যাখিলসত্ত্বধাম্নঃ ।
বিধেহি তন্নো বৃজিনাদ্বিমোক্ষং
প্রাপ্তা বয়ং ত্বাং শরণং শরণ্যম্ ॥ ৮১ ॥

দেবাঃ ঊচুঃ—সমস্ত দেবতারা বললেন; **ন**—না; **এবম্**—এইভাবে; **বিদামঃ**—আমরা বুঝতে পারি; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাণ-রোধম্**—কিভাবে আমাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে; **চর**—জঙ্গম; **অচরস্য**—স্থাবর; **অখিল**—বিশ্বজনীন; **সত্ত্ব**—অস্তিত্ব; **ধাম্নঃ**—আগার; **বিধেহি**—কৃপাপূর্বক যা করণীয় তা করুন; **তৎ**—অতএব; **নঃ**—আমাদের; **বৃজিনাৎ**—সঙ্কট থেকে; **বিমোক্ষম্**—উদ্ধার; **প্রাপ্তাঃ**—নিকটবর্তী হয়ে; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **শরণম্**—আশ্রয়; **শরণ্যম্**—শরণ গ্রহণের যোগ্য।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে ভগবান! আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীবেদের আশ্রয়। আমরা অনুভব করছি যে, সমস্ত জীবেদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে আমাদের কখনও এই রকম কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। যেহেতু আপনি সমস্ত শরণাগত জীবেদের চরম আশ্রয়, তাই আমরা আপনার শরণাগত হয়েছি; দয়া করে আপনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে, ধ্রুব মহারাজের প্রভাব দেবতারা পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন, যা পূর্বে কখনও তাঁরা অনুভব করেননি। যেহেতু ধ্রুব মহারাজ তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবেরা যেখানে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না, চিন্ময় জীবেরা সেখানে শ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম; জড় জগতের বদ্ধ জীবেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিসম্ভূত, কিন্তু চিন্ময় জীবেরা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিসম্ভূত। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের শ্বাস কেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে তা জানবার জন্য দেবতারা উভয় প্রকার জীবেরই নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের কাছে গিয়েছিলেন। এই জড় জগতে সমস্ত সমস্যা সমাধানের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান। চিৎ-জগতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু জড়জগৎ সর্বদাই সমস্যায় পূর্ণ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান জড় ও চিৎ উভয় জগতেরই প্রভু, তাই সমস্ত সমস্যাজনক পরিস্থিতির জন্য তাঁর কাছে যাওয়াই শ্রেয়। যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁদের এই জড় জগতে কোন সমস্যা নেই। *বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে* (*চৈতন্যচন্দ্রামৃত*); ভগবদ্ভক্ত সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। ভক্তের কাছে এই পৃথিবীর সব কিছুই অত্যন্ত সুখকর, কারণ তিনি জানেন কিভাবে সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্যবহার করতে হয়।

শ্লোক ৮২

শ্রীভগবানুবাচ

যা ভৈষ্ট বালং তপসো দুরত্যয়া-
ন্নিবর্তয়িষ্যে প্রতিযাত স্বধাম ।
যতো হি বঃ প্রাণনিরোধ আসী-
দৌত্তানপাদির্ময়ি সঙ্গতাত্মা ॥ ৮২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন; **মা ভৈষ্ট**—ভয় পেয়ো না; **বালম্**—বালক ধ্রুব; **তপসঃ**—তার কঠোর তপস্যার দ্বারা; **দুরত্যয়াৎ**—দৃঢ় সঙ্কল্প পরায়ণ; **নিবর্তয়িষ্যে**—আমি তাকে নিবৃত্ত হতে বলব; **প্রতিযাত**—তোমরা ফিরে যেতে পার; **স্ব-ধাম**—তোমাদের নিজ নিজ গৃহে; **যতঃ**—যার থেকে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বঃ**—তোমার; **প্রাণ-নিরোধঃ**—প্রাণবায়ুর রোধ; **আসীৎ**—হয়েছিল; **ঔত্তানপাদিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের পুত্রের প্রভাবে; **ময়ি**—আমাকে; **সঙ্গত-আত্মা**—সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিয়েছিলেন—হে দেবতাগণ! তোমরা বিচলিত হয়ো না। মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র, যে এখন সম্পূর্ণরূপে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়েছে, তার কঠোর তপস্যা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে তা হয়েছে। সে ব্রহ্মাণ্ডের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া রোধ করেছে। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গৃহে এখন নিরাপদে ফিরে যেতে পার। আমি সেই বালকটিকে এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করব, এবং তার ফলে তোমরা এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাবে।

তাৎপর্য

এখানে *সঙ্গতাত্মা* শব্দটির কদর্থ করে মায়াবাদীরা বলে যে, পরম আত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ধ্রুব মহারাজের আত্মা এক হয়ে গিয়েছিল। এই শব্দটির দ্বারা মায়াবাদীরা প্রমাণ করতে চায় যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা এক হয়ে যায় এবং তখন আর জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ধ্রুব মহারাজ এমনভাবে ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যে, বিশ্বজনীন চেতনা বা তিনি নিজে ধ্রুব মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য, ধ্রুব মহারাজকে তাঁর এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে তিনি স্বয়ং সেখানে যাচ্ছিলেন। পরমাত্মা এবং জীবাত্মার এক হয়ে যাওয়ার মায়াবাদী সিদ্ধান্ত এই উক্তিতে সমর্থিত হয়নি। পক্ষান্তরে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান ধ্রুব মহারাজকে এই কঠোর তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা সকলের প্রসন্নতা সাধন হয়, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে, গাছের প্রতিটি ডালপালা এবং পাতার সন্তুষ্টি বিধান হয়। কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে আকর্ষণ করতে পারেন, তা হলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণ করতে পারেন, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ। সমস্ত দেবতারা শ্বাসরোধের ফলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ধ্রুব মহারাজ হচ্ছেন তাঁর এক মহান ভক্ত এবং তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের বিনাশ সাধন করতে উদ্যত হননি। ভগবদ্ভক্ত কখনও অন্য জীবের প্রতি হিংসা করেন না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের গৃহত্যাগ ও বনগমন' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।